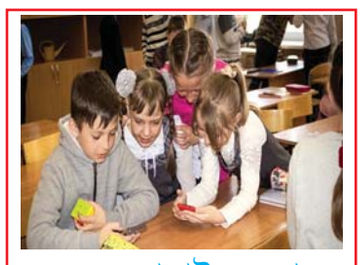

স্কুলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করছে রাশিয়া

● ● ● ●

সারে-জমিন

হিন্দু ক্ষেতমজুরের শ্রাদ্ধ ও ভোজ ব্যবস্থা ফজিলার

রূপসী বাংলা

মহুয়া মৈত্রের প্রতি একটি খোলা চিঠি

আপন কণ্ঠ

পণ, মাদক মুক্ত সমাজ গঠনের ডাক জমিয়তের

সাধারণ

দুই বছর পর ফের রাসেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১১ ডিসেম্বর, ২০২৩
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২৬ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 333 ■ Daily APONZONE ■ 11 December 2023 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

দিল্লিতে ১৯ ডিসেম্বর হবে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র শীর্ষ নেতারা এই মাসে বৈঠকে বসতে চলেছেন এবং আসন্ন নির্বাচনের জন্য আসন ভাগাভাগি এজেন্ডায় থাকবে।
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, নেতাদের উপলব্ধতা সাপেক্ষে ১৯ ডিসেম্বর দিল্লিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
তিনটি রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনে পরাজয়ের পর আসন ভাগাভাগি কংগ্রেসের জন্য কঠিন আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
কংগ্রেস রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপির কাছে পরাজিত হয়, অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় ফিরতে ব্যর্থ হয়।
সূত্রের খবর, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের সঙ্গে ও কংগ্রেস তাদের মতবিরোধের অবসান ঘটিয়েছে। অখিলেশ যাদব, নীতীশ কুমার এবং মমতা ব্যানার্জিসহ বেশ কয়েকজন নেতা ইঙ্গিত দেওয়ায় গত সপ্তাহে বিজেপি নেতাদের যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল তা স্থগিত করা হয়েছিল। নির্বাচনের ফলাফলের দিন এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল এবং মাত্র তিন দিন পরে নির্ধারিত হয়েছিল, যার ফলে কংগ্রেসের পক্ষে তাদের ত্রুটিগুলি এবং তাদের পরাজয়ের কারণ গুলি মূল্যায়ন করার কোনও সময় ছিল না। একমাত্র সাফল্যের মুখ ছিল তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের জয়। সেটাকে সামনে রেখেই এবার 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠক।

প্রধানমন্ত্রীকে বলব, বকেয়া না দিলে গদি ছাড়ুন: মমতা

চা-বাগান শ্রমিকদের বাড়ি নির্মাণে রাজ্য দেবে ১.২ লক্ষ টাকা

সাদ্দাম হোসেন ● আলিপুরদুয়ার

আপনজন: রবিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দাবি করেন, কেন্দ্র যদি রাজ্যের পাওনা পরিশোধ করত, তাহলে তাঁর সরকার আরও বেশি মানুষকে সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতায় আনতে পারত।
আলিপুরদুয়ারে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বলেন, তার সরকার চা বাগানের শ্রমিক, আদিবাসী, শ্রমিক সহ সমাজের সব স্তরের মানুষের পাশে রয়েছে।
তিনি বলেন, "আমি সবসময় আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি, বিজেপি সমস্ত বন্ধ চা বাগান পুনরায় চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমরা যদি আমাদের পাওনা পেতাম তবে আমি আরও বেশি মানুষকে সামাজিক প্রকল্পের প্রস্তাব দিতে পারতাম।
মুখ্যমন্ত্রী ৯৩ কোটি টাকার ৭০টি প্রকল্পের ও ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, 'আমি কয়েকজন সাংসদের সঙ্গে দিল্লিতে থাকব। বকেয়া টাকা পরিশোধের জন্য আমি ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এমজিএনআরইজিএ-র আওতায় ১০০ দিনের কাজ, আবাসন এবং জিএসটি সংগ্রহে রাজ্যের অংশ সহ বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া বকেয়া রয়েছে।কেন্দ্রের কাছ থেকে মোট বকেয়া পরিমাণ ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকা। একশো দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলার বাড়ি তৈরি করা হচ্ছিল, সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। এ রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র। কিন্তু আমাদের শেয়ার দিচ্ছে না। আমাদের বহু প্রকল্প আটকে আছে। এই বকেয়া আদায়ের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাবেন। তিনি আরও জানান, ১৮থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে তারিখের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চাওয়া হয়েছে। সঙ্গে দলের সাংসদরাও থাকবেন তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। আশা করি প্রধানমন্ত্রী আমাকে সময় দেবেন। তার কাছে গিয়ে বলব, হয় বাংলার বকেয়া টাকা দিন নয়তো গদি ছাড়ুন। বিদায় নিন। বিজেপির বিরুদ্ধে ফের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ১৫ লক্ষ টাকা করে অ্যাকাউন্টে দেবে। কিন্তু দেয়নি। কোভিডের সময় রেশনে চাল দেওয়া বন্ধ করে দেয় কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্য সরকার তা বন্ধ করেনি। কারণ আমিচাই সবাই ভালো থাকুক। এ দিন আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কৃষক বন্ধু প্রকল্পে আগামী ১২ ডিসেম্বর রাজ্যের প্রায় এক কোটি ২০ লক্ষ কৃষক ভাতা পাবেন। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ারের ৯০ হাজার কৃষক রয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।
মমতা আলিপুরদুয়ারে পানীয় জলের সমস্যাও দ্রুত মেটাতে সরকার বিশেষ উদ্যোগী হবে বলে জানান। তিনি বলেন, আলিপুরদুয়ার জেলায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে ৪৩ হাজার পরিবারকে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও লক্ষাধিক পরিবারকে জলের সংযোগ দেওয়া হবে। মমতা দাবি করেন, আমরা কাজ করি আর বিজেপি নাম কামায় । দালালি করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতিন বলেন, তার সরকার সমস্ত চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেবে এবং বাড়ি নির্মাণের জন্য তাদের প্রত্যেককে ১.২ লক্ষ টাকা দেবে। এসটি সার্টিফিকেট, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সামাজিক প্রকল্পগুলিতে অ্যাক্সেস সম্পর্কিত আদিবাসীদের উদ্বেগগুলি সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, উপজাতিদের জন্য সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রদানের সুবিধার্থে বিশেষ শিবির স্থাপন করা হবে। রবিবার আলিপুরদুয়ারে সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসীদের শংসাপত্র প্রদানে সরীকরণের ঘোষণা দেন।
পরিবারের কারও একজনের শংসাপত্র থাকলে সেটি নিয়ে দুয়ারে সরকার শিবিরে গিয়ে আবেদন করলেই হাতে হাতে মিলবে শংসাপত্র। আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ সব সরকারি সুযোগ সুবিধে পাবেন। এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও সব জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, চা বাগানে ক্রেশ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পাট্টা দেওয়া হচ্ছে । আলিপুরদুয়ারকে নতুন জেলা করার পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারের বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আমরা করেছি। তফসিলি ও আদিবাসীদের মধ্যে যারা বাইরে পড়তে চান, তাদের ঋণ দিচ্ছি।

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল নিয়ে রায় আজ

আপনজন ডেস্ক: ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানকারী সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিধান বাতিল করার কেন্দ্র যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা কি সাংবিধানিকভাবে বৈধ ছিল? সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা বেশ কয়েকটি পিটিশনের ওপর সোমবার রায় ঘোষণা করবে সুপ্রিম কোর্ট।
সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করা ১১ ডিসেম্বরের কার্যতালিকা অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দেবে। বেঞ্চের অন্য সদস্যরা হলেন বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বি আর গভাই ও বিচারপতি সূর্যকান্ত। ১৬ দিনের শুনানি শেষে গত ৫ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণা করেন সুপ্রিম কোর্ট। শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমানি, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট হরিশ সালভে, রাকেশ দ্বিবেদী, ভি গিরি এবং অন্যান্যদের পক্ষে শুনানি করেন। কপিল সিব্বল, গোপাল সুব্রহ্মণ্যম, রাজীব ধাওয়ান, জাফর শাহ এবং দুষ্মন্ত দাভে সহ সিনিয়র আইনজীবীরা আবেদনকারীদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীরের বেশ কয়েকটি দল আশা প্রকাশ করেছে যে ৩৭০ ধারা পুনরুদ্ধার করা হবে। এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন রায় প্রদানকে কেন্দ্র করে শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মেয়েদেরকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ ল বোর্ডের

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ওয়ার্কিং কমিটি শনিবার লখনউয়ের আইশ বাগের দারুল উলুম ফারাঙ্গি মাহালি হলে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এটি বংশগত সম্পত্তিতে মহিলাদের অংশীদারিত্বের উপর জোর দিয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করেন, শরিয়া আইন একটি কন্যাকে তার পিতার উত্তরাধিকারে একটি নির্দিষ্ট অংশ দেয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে কন্যারা এই অংশ পায় না। বক্তারা সারাদেশের মুসলমানদের কাছে তাদের কন্যাদের সম্পত্তিতে অংশ দেওয়ার আহ্বান জানান।
অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের অধীনে, দারুল উলুম ফারাঙ্গি মহলে একটি শরীয়ত সমঝোতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতিত্ব করেন আসিফ আহমাদ বাস্তভি। তিনি 'পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্য দেন।
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মাওলানা খালিদ রশিদ ফারাঙ্গী মাহালী। এ উপলক্ষে মাওলানা আতিক আহমদ বাস্তভী বলেন, ইসলাম ধর্মে নারীকে অনেক গুরুত্ব, সম্মান ও অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটা সত্যি যে মায়ের কোলই সন্তানের প্রথম শিক্ষা। তিনি বলেন, ঘর সামলানোর দায়িত্ব শুধু নারীদের। ইসলামী শরীয়া সম্পূর্ণভাবে এর নির্দেশনা দেয়। আমরা যদি সবাই এই নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে শুরু করি তাহলে আমাদের ঘর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবে এবং আমাদের ঘর স্বর্গে পরিণত হবে। মাওলানা ফারঙ্গী মাহালী পার্সোনাল ল বোর্ডের ইতিহাস সম্পর্কে বলেন, এই বোর্ডটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শরিয়ত রক্ষা এবং মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি বলেছিলেন যে সমস্ত ধর্মের অনুসারীদের তাদের ব্যক্তিগত আইন অনুশীলন করার সাংবিধানিক স্বাধীনতা রয়েছে। একইভাবে, মুসলমানদেরও এই অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তিনি বলেন, এটা পরিষ্কার করা জরুরি যে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে। তিনি বলেন, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ভুল ধারণা দূর করা। এদিনের বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মাওলানা আতিক বাস্তভী। মাওলানা খালিদ রশিদ ফারাঙ্গি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাওলানা নঈমউদ্দিন, মাওলানা সুফিয়ান প্রমুখ।

ভোপালে তবলিগের বিশ্ব ইজতেমায় ১০ লক্ষ মুসল্লির সমাবেশ

ইসলাম প্রকৃত শান্তির পথ দেখায়: মাওলানা সাদ

আশু খান ● ভোপাল

আপনজন: যে কেউ দুনিয়াতে এসেছে, তাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। আকাশে এমন এক জগৎ আছে, যার জীবনের কোনও শেষ নেই। রবিবার তবলিগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমার তৃতীয় দিনে এক বিশাল জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন দিল্লি মারকাজ থেকে আগত তবলিগ জামাতের আমীর মাওলানা মোহাম্মদ সাদ কান্ধলবি।
রোববারের ছুটির দিনে ও সোমবারের আখেরি মুনাজাতে যোগ দিতে এ পর্যন্ত সাত লাখের বেশি মানুষ ইজতেমায় পৌঁছেছেন।
রোববার সকালে ফজরের নামাজের পর এক বিবৃতিতে মাওলানা জামশেদ সাহেব বলেন, ইসলামে নারীদের বিশেষ এহতেরাম, হুকুম ও বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। একজন নারী একজন মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে মানুষের জীবনকে নানাভাবে রূপ দেন। একইভাবে বিকেলে জোহরের নামাজের পর এক বিবৃতিতে মাওলানা মোহাম্মদ সৈয়দ সাহেব কান্ধলভি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং এ থেকে সফলতার কথা বলেন। আল্লাহর প্রতি ঈমান নিশ্চিত হলে দুনিয়ার সব কিছুর ভয় মন থেকে দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ যা-ই করেন না কেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হোন।
সন্ধ্যায় আসিরের নামাজের পর এক বিবৃতিতে হাফিজ মনজুর সাহেব বলেন, জামাতে বের হয়ে মানুষকে ভালো কিছু শেখানো আল্লাহর ইচ্ছার পথ।
প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আজ শেষ সোমবার সকালে দোয়া-ই-খাসের মধ্য দিয়ে শেষ হবে চার দিনব্যাপী এ ইজতেমা। নামাজের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল ৯টায়। সকালে ফজরের নামাজের পর মাওলানা সাদ সাহেবের বিশেষ বক্তব্য থাকবে। এ সময় তিনি জামায়াত থেকে বেরিয়ে আসা লোকদের কাছে এই যাত্রায় আখলাক গ্রহণ করতে হবে, কী কী চিন্তাভাবনা রাখতে হবে এবং কী কী কাজ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করবেন। এরপর সকাল ৯টায় নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর মানুষ ইজতিমাগার দিকে ঝুঁকতে শুরু করবে। ইজতেমা কর্তৃপক্ষ জানায়, নামাজ শেষে প্রায় দুই হাজার জামাত ইজতেমা থেকে দেশের উদ্দেশে রওনা হবে।
কেউ তাদের জীবন কাটিয়েছে, কেউ প্রথমবারের মতো পৌঁছেছে তাবলিগ থেকে শেখানো কল্যাণের চর্চা এবং নিজেদের জীবনে আরও ভাল শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মানুষের জামাতে যাওয়ার অভ্যাস প্রায় একশ বছরের পুরানো।
ভোপাল ইজতেমায় যারা পৌঁছেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা জীবনের একটা বড় অংশ জামাতে কাটিয়েছেন। এছাড়াও, কেউ কেউ আছেন যারা প্রথমবারের মতো দ্বীনের এই জমায়েতের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।
মূলত মথুরার বাসিন্দা শামসুদ্দিন ব্যবসায়িক চেইন অতিক্রম করে গোয়ালিয়র হয়ে ভোপালে পৌঁছেছেন। পুরাতন শহরের বাসিন্দা শামসুদ্দিন বলেন, পৃথিবীতে সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে দ্বীনের সেবা করা। তিনি বলেন, প্রায় ৫৫ বছর ধরে তিনি ধারাবাহিকভাবে জামাত ও ইজতেমার অংশ হয়ে আসছেন। ৯০ বছর বয়সী শামসুদ্দিন, যিনি বাড়ির চেয়ে বেশি জামাতে থাকেন, তিনি বাধ্যতামূলকভাবে মাসে তিন দিন, বছরে চল্লিশ দিন জামাতে যান। এ ছাড়া চার মাসের ঠাণ্ডাতেও বহুবার গিয়েছেন তিনি। মেডিকেল বিভাগের হিসাবরক্ষক হাজী আনোয়ার উল্লাহ খানও অবসর গ্রহণের পর বেশিরভাগ সময় জামায়াত ও তাবলিগের কাজে ব্যয় করেন। প্রায় ৩০ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে আলামি তাবলিগ ইজতেমায় অংশ নেওয়া ৮২ বছর বয়সী আনোয়ার উল্লাহ বলেন, প্রকৃত শান্তি ধর্মের ক্ষেত্রেই এবং সাফল্যের পথও এর মধ্য দিয়ে যায়।
বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেলেও কাজী সৈয়দ আনাস আলী নদভী ছোটবেলা থেকেই জামায়াতের পথ বেছে নিয়েছিলেন। চার মাস, চল্লিশ দিন ও তিন দিনের ইজতেমার উপস্থিতি অল্প বয়সেই শুরু হয়। কাজী আনাস ব্যাখ্যা করেন যে, মানুষের পৃথিবীতে আসার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যুর পর জীবনকে উন্নত করা। জামায়াতের মাধ্যমে এ জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।
আট বছর বয়সী মেহরান প্রথমবারের মতো ইজতেমায় যোগ দিতে এসেছে। তাফারেহ হিসেবে সে তার বাবা শাকিল খানের সাথে বেশ কয়েকবার ইজতেমা পরিদর্শন করেন। তবে এবারই প্রথম পুরো তিন দিনের জামাত নিয়ে ইজতেমায় পৌঁছেছে সে। স্কুল ছুটি এবং দৈনন্দিন রুটিন উপেক্ষা করে মেহরান বলে, জামাতে যোগদানের উদ্দেশ্য ছিল আরও ভাল শিক্ষা এবং কিছু ভাল পাঠ শেখা।
স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টায় ইজতিমাগাহ সবুজ, পরিষ্কার এবং ধুলোমুক্ত হয়ে যায়। সাধারণত ময়লা, ধুলোবালির উড়ন্ত মেঘ, টয়লেট থেকে নির্গত দুর্গন্ধ এবং আবর্জনার স্তূপ ছড়িয়ে পড়ে বড় বড় মাজমগুলোতে। কিন্তু সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও ধুলোমুক্ত ধারণার ওপর কয়েক বছরের প্রচেষ্টার পর এটি আরও ভালো ফল দিতে শুরু করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে অংশ নেওয়া আলামি তাবলিগ ইজতেমা এই সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬-এর অগ্রভাগে যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে ইজতিমগাহকে পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়েছে এবং এখানে আগত অতিথিদের জন্য আরও ভালো পরিবেশও উপস্থাপন করা যাবে। হাইটেক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুই বছর আগে এই আয়োজনের জন্য কিছু উদ্ভাবনের প্রস্তুতি নিয়েছিল আলামি তাবলিগ ইজতেমা পরিচালনা পর্ষদ। প্রায় দশ লক্ষ জমায়েতের বিপুল সংখ্যক মুসল্লির কাছে তারা আরও ভাল পরিষেবার জন্য প্রতিজ্ঞবদ্ধ।

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

সামশেরগঞ্জের চাচণ্ডে বিরোধী শিবিরে ভাঙন

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের চাচন্ড অঞ্চলে বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন ধরালো তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সকালে সিপিআইএম থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআইএম এর প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মর্তুজ আলি এবং বাবর আলীর নেতৃত্বে বেশ কিছু কর্মী সমর্থক। পাশাপাশি সিপিআইএম কর্মী ওবাইদুর রহমান, আসমাউল হক, কংগ্রেসের শামসুল আলম সহ বেশকিছু কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা আইএন.টিটি.ইউসি এর সভাপতি তথা সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রফিকুল আলম, চান্ড অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের

কুলতলিতে লোকালয়ে বাঘের আতঙ্ক

জাহেদ মিস্ত্রী ● কুলতলি

আপনজন: গতকাল সকাল থেকে মৈপিঠের ভুবনেশ্বরী গৌড়ের চক এলাকায় গতকাল সকালে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানো হয়েছে। যার সাহায্যে জঙ্গলের মধ্যে ভেতরের ছবি তুলে ধরতে পেরেছেন বনদপ্তরে কর্মীরা। গ্রামের যে অংশ ফেন্সিং নেট দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিল সেখানে রবির সকালে আবার নতুন করে বাঘের পায়ের ছাপ ও নখের আঁচর দেখা যায়। তা দেখে আবারো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। লোকালয় থেকে বাঘ গভীর জঙ্গলে ফেরাতে ফাটানো হচ্ছে শব্দবাজি। শব্দবাজি ফাটাতে ফাটাতে বন কর্মীরা জঙ্গলে এগিয়ে যাচ্ছে বাঘের সন্ধানে। অবশেষে বনদপ্তরের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে খাঁচা পেতে বাঘ ধরা হবে এবং সুরক্ষিতভাবে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। বাঘ ধারার জন্য বনদপ্তরের সেই বড় লোহার খাঁচা আনা হলো মইপিঠ ভুবনেশ্বরী গৌড়েরচক এলাকায়, বাঘ ধারার জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ছাগল। তারই প্রস্তুতি জোর কদমে শুরু করেছে বনদপ্তর এর কর্মীরা।

হিন্দু ক্ষেতমজুরের শ্রাদ্ধ ও ভোজের আয়োজন ফজিলার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি আটপাড়া গ্রামে হিন্দু এক ক্ষেতমজুরের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ও ভোজ খরচের ব্যবস্থা করলেন মুসলিম মহিলা ফজিলা বেগম। পাশাপাশি তিনি গলসি ১ নং ব্লকের লোয়া রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।
জানাগেছে, গত ২৮ শে নভেম্বর আচমকা হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান বছর ৪০ এর দুলু হাজরা। তিনি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের আটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। দুলুর অকালপ্রয়াণে পরিবারে দুর্দশা নেমে আসে।
ফজিলা বেগম জানান, স্বামী হারানোর শোকে ভেঙে পরে দুলুর স্ত্রী অঞ্জলি হাজরা। বাড়িতে নাবালক ছেলেকে নিয়ে সংসার চালানো দুস্কর হয়ে যায়। তিনি সেই খবর জানতে পেরে সেদিনই পরিবারটির খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে পাশে দাঁড়ান। এরপর প্রতিবেশী কয়েকজন তাকে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানটি করার আবেদন করলে সেটিও তিনি করার ব্যবস্থা করেন। কারন বর্তমানে অর্থ সংকট চলছে অঞ্জলির। প্রতিবেশী সন্তোষ হাজরা বলেন, ফজিলাদি সবসময় সবাইকে সাহায্য করেন। আজকের সমস্ত খরচা তিনি করেছেন। শ'দুয়েক মানুষকে লুচি, দু রকমের তরকারি সাথে মিষ্টি, চাটনি ও পাঁপড় খাওয়ানো ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি পরিবার সদস্যদের নতুন জামাকাপড় দিয়েছেন। এতে আমাদের খুব উপকার হয়েছে। তাকে আমরা সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার মানবিক এমন কাজের প্রশংসা করে জিতেন বাগদি বলেন, দশ বছর আগে প্রধানের দায়িত্ব পাবার পর থেকে বার বার তিনি গরীব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মন্দির নির্মানে অর্থ সাহায্য, দুস্থদের খাবার দেওয়া, শীতবস্ত্র দান করা, পড়ুয়াদের পড়াশোনা খরচ দেওয়া থেকে শুরু করে তিনি বহু কাজ করছেন। তার দাবী, তিনি যেন সবসময় তাদের পাশে দাঁড়ান। এছাড়াও এলাকার সমাজ কল্যাণ কাজ করে তিনি বার বার খবরের শিরোনামে এসেছেন। তার এদিনে কাজের প্রশংসা করেছেন অনেকেই।

ভাঙড়ের গ্রামে রক্তদান শিবিরে বিধায়ক সওকাত

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: অল ইন্ডিয়া সোস্যাল সার্ভিস স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আয়োজন করল রক্তার্পণ শিবির, শীতবস্ত্র, মশারি ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, সেরা শাক-সবজী, সেরা ফল, সেরা ফুল প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের। ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ রবিবার সংস্থাটি একগুচ্ছ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের উষপাড়া-গঙ্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে এদিনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
এদিন অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন ভারতীয় জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার মেহেতাব হোসেন, প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্থানীয় তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা। এদিন উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝর্ণা মন্ডল, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শাহজাহান মোল্লা, অভিনেত্রী শ্রেয়শ্রী রায়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক চিকিৎসক আব্দুর রশিদ মোল্লা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সিদ্ধার্থ শংকর রায় সিধু, দূরদর্শন শিল্পী নির্মল কুমার ঘোষ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শেখ নাজির হোসেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষে আরাফ আলি মোল্লা জানান রক্তদান শিবিরে প্রায় ৪০০ জন ব্যক্তি রক্তদান করেন। রক্তাদাতাদের হাতে কিছু উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

'শিক্ষাঙ্গন নৈতিকতা বিকাশের পীঠস্থান হোক' কর্মসূচি সমাপ্ত হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে "স্টুডেন্ট গেট-টুগেদার" প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে শেষ হলো ইসলামিক ইয়ুথ ফেডারেশন-পশ্চিমবঙ্গ জোনের পরিচালিত "শিক্ষাঙ্গন হোক নৈতিকতা বিকাশের পীঠস্থান" শিরোনামে চলা রাজ্যব্যাপী ক্যাম্পাস ক্যাম্পেইন। উল্লেখ্য যে, ইসলামিক ইয়ুথ ফেডারেশন-পশ্চিমবঙ্গ জোনের উদ্যোগে ১-১০ই ডিসেম্বর রাজ্যব্যাপী একটি ক্যাম্পাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। ক্যাম্পেইনের প্রথম দিন থেকেই মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই পরগনাসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পোস্টারিং, দেয়াল লিখন, ফোল্ডার বিতরণ ও স্টুডেন্ট মিটসহ বিভিন্ন ধরণের প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছিল। শিক্ষাঙ্গনগুলিতে আজ নৈতিক শিক্ষাদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন নাস্তিকতা, নেশা, ব্যাগিং ও স্বজনপোষণসহ বিভিন্ন ধরণের অনৈতিক কার্যকলাপের বদ্ধভূমিতে পরিণত হয়েছে। অথচ একটি সুস্থ সমাজ গড়তে নৈতিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এই ধরণের উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আই.ওয়াই.এফ-পশ্চিমবঙ্গ জোন রাজ্যের প্রায় প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে 'নৈতিকতার পাঠ' ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের রাজ্য ক্যাম্পাস সেক্রেটারি সুরাজ সেখ বলেন, আমরা চাই শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি নীতিবান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও যেন বৃদ্ধি পায়। ক্যাম্পেন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি মোহাঃ জইদুর রহমান বলেন-" ছাত্ররাই একটি দেশ তথা জাতি গঠনের মূল কারিগর। আজকে যারা ছাত্র, আগামী দিনে তারাই সমাজে নেতৃত্ব দিবে, তাঁরাই দেশ গঠনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সেই লক্ষ্যেই এই প্রচার কর্মসূচি।

শিক্ষক-চাকরি প্রার্থী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠকে থাকবেন কুনালও

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন এসএলএসটি (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির) চাকরিপ্রার্থীরা। সেই বৈঠকে সশরীরে হাজির থাকবেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও। তবে পরিচয় বদলে যাবে তাঁর। ভিন্ন পরিচয়ে সোমবার বিকাশ ভবনে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে শিক্ষা দফতরের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কুণাল।কুণাল কেন বৈঠকে থাকবেন? তিনি তো সরকারি কোনও পদে নেই। আবার তিনি চাকরিপ্রার্থীও নন। তা হলে? জানা গেছে,"চাকরিপ্রার্থীরা শনিবার কুনাল ঘোষ যখন বিক্ষোভ কারীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন বিক্ষোভকারীরা তাকে ওই বৈঠকে থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। তাই ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কুনাল ঘোষ। এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ অভিষেক সেন বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম কুণাল ঘোষ আমাদের হয়ে বৈঠকে থাকুন। তিনি তাতে রাজি হয়েছেন।" শনিবার ছিল মেয়ো রোডে চাকরিপ্রার্থীদের ধর্নার হাজারতম দিন। সেই মঞ্চে প্রতিবাদ প্রদর্শন করতে পূর্ব মেদিনীপুর ভোগপুরের বাসিন্দা তথা মহিলা চাকরিপ্রার্থী রাসমণি পাত্র মাথার চুল কামিয়ে ফেলেছিলেন। বিকেলে ওই মঞ্চে ছুটে গিয়েছিলেন কুণাল। তিনি কথা বলেন চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে।তৃণমূলের তরফে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ রাখছিলেন কুণাল ঘোষ। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে শনিবারের ধর্না মঞ্চে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি নেতারা সকলেই গিয়েছিলেন। হঠাৎই কুণাল ঘোষকে পৌঁছে যান সেখানে। প্রথম দিকে কিছুটা বাধার মুখে পড়লেও পরে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মাটিতে বসে কথা বলেন তিনি। রাসমণির সঙ্গে কথা বলেন আলাদা ভাবে। চাকরিপ্রার্থী আন্দোলনের অন্যতম মুখ অভিষেক বলেন, "এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের বৈঠক করানোর ক্ষেত্রে কুণাল ঘোষই ছিলেন মূল কাণ্ডারী। শনিবার তিনি মঞ্চে এসেছিলেন। সোমবারের বৈঠকেও আমরা তাঁকে ডেকেছি।"শনিবারের ঘটনা নিয়ে রবিবার কুণাল এক্স পোস্টে লেখেন, মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ চান। অভিষেক নিয়োগ চান। তিনি তো আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সঙ্গে বসেছিলেন। প্রক্রিয়া এগিয়েছিল। ব্রাত্য বসু নিয়োগ চান। কারুর বা কিছু লোকের জন্য জটিলতা হয়েছে। এই জটিলতা কাটাতে সর্বশক্তিতে চেষ্টা চলছে। সরকার আন্তরিক। আইনি জট কাটাতে কী করা যায়, ভাবছেন তাঁরা, দেখা যাক। আমি এবং আমরা সবাই চাই, জট খুলুক। আইনি সমস্যা কাটুক। নিয়োগ হোক। এখন দেখার বিষয় সোমবার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি আন্দোলনকারীদের বৈঠকে সেই সব জট দূর হয় কিনা। এদিকে শনিবার আন্দোলনের হাজারতম দিনে নিজের কেস বিসর্জন দিয়ে যে রাসমণি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি রবিবার কোলাঘাটে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন।

মাধ্যমিকের ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় ঘেরাও প্রধান শিক্ষক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করল অভিভাবকেরা ঘটনাটি ঘটেছে মন্তেশ্বরে কুলুট নেহারউদ্দিন হাই স্কুল। শনিবার বেলা দুটো থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও অভিযান চলে। মন্তেশ্বর এ কলু ট নেহারউদ্দিন হাই স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নাসরিন খাতুন আজ স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন আনতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক জানান তার রেজিস্ট্রেশন আসেনি।
এই খবর ছাত্রী পরিবারের কাছে পৌঁছালে অভিভাবক সহ প্রতিবেশীরা প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে, ছাত্রী ও অভিভাবক জানায় ক্লাস নাইনে স্কুলে রেজিস্ট্রেশন ফরম ফিলাপ করা হয়েছিল যদি না করলাম তাহলে আমাকে মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিল কি করে? আজ প্রধান শিক্ষক জানাচ্ছে তার রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি রেজিস্ট্রেশনের সময় ওই ছাত্রী অনুপস্থিত ছিল, এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। অবশেষে প্রধান শিক্ষক লিখিত স্বীকারোক্তি দেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবগত করিয়ে ওই ছাত্রীর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করা হবে। তারপরেই ঘটনার সমাপ্তি ঘটে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত তিন

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: মৃতদেহ সৎকাজ করে বাড়ি ফেরার সময় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার দহনকারি দল। তাদেরই মধ্যে তিন জনের মৃত্যু হয়। একই সঙ্গে গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন। শনিবার রাত্রি নটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের বাড়ালা সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নলহাটির পাইকপাড়া গ্রামের ২৯ বছর বয়সী জয়দেব মালের শুক্রবার মৃত্যু হয়। শনিবার মৃতদেহটি জঙ্গীপুর শ্বশান ঘাটে সৎকাজ করে একটি পিক আপ ভ্যানে নলহাটি ফিরছিলেন তার পরিবারের প্রায় ৩৫ জন সদস্য। সে সময় জঙ্গিপুর অভিমুখে পাথর বোঝায় একটি ট্রাক্টর এবং পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ লাগে। ফলে ঘটনা স্থলেই দহনকারী বিকি মাল, লক্ষণ মাল, এবং রাজ মালের মৃত্যু হয়।

তারবিয়াহ কেমব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে প্রযুক্তি মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচকের সুজাপুরে তারবিয়াহ কেমব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে দু'দিন ধরে শুরু হয়েছে প্রযুক্তি মেলা। জেলা ও রাজ্যে এই প্রথম এমন উদ্যোগ বলে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।
পড়ুয়াদের দক্ষতার ওপর পারদর্শী করার লক্ষ্যে এই প্রথম জেলায় অনুষ্ঠিত হল আন্ত:স্কুল প্রযুক্তি মেলা প্রতিযোগিতার। অত্যাধুনিক ও অভিনব এবং সর্ব বৃহৎ প্রযুক্তি মেলা বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। শুধু এ রাজ্য জেলা থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছে। সোশ্যাল সায়েন্স, কম্পিউটার সাইন্স, রোবটিক সায়েন্স, ফটোগ্রাফি সহ ১১ প্রকল্পের ওপর পড়ুয়াদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি চলতে থাকে ক্যুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। এই ধরনের মেলা ও প্রতিযোগিতা রাজ্যস্তরেও সাড়া ফেলবে বলে দাবি করছেন উদ্যোক্তারা। পড়ুয়ারা প্রযুক্তি ভিত্তিক বিভিন্ন মডেল নিয়ে হাজির হয়েছে। নিজেরাই তাদের বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছে। চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা প্রযুক্তি মেলায় অংশ নিয়েছে। হাজির ছিলেন, বিএসএফ-এর ৭০ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট সুখবীর সিংহ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ। তারবিয়াহ কেমব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান জানান, 'শিশুরা যে যে দক্ষতার ওপর পারদর্শী, সেই দিকে নজর দিয়ে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা থেকে এই অভিনব প্রযুক্তি মেলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন। পড়ুয়াদের পেশাদারি দক্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন। রাজ্যে প্রথম এই মেলার আসর বসেছে কালিয়াচকে। এই মেলার ফলে পড়ুয়ারা যেমন হাতে-কলমে শিক্ষা অর্জন করতে পারবে, তেমনই ভাবনারও আদান-প্রদান হবে।'
উল্লেখ্য, এদিনের প্রযুক্তি মেলায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

সচেতনতার বার্তা রেখে পালিত হল পালস পোলিও কর্মসূচি

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: সারা বিশ্ব জুড়ে পোলিও টিকাদান ও পোলিও নির্মূল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই প্রতি বছর ২৪ অক্টোবর দিনটি পালিত হয় বিশ্ব পোলিও দিবস হিসেবে। পোলিও নির্মূল করতে বিশ্বের অগ্রগতিকে স্মরণ করতেই পালিত হয় দিনটি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় রবিবার পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাজ্যের সঙ্গে এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সর্বত্র পালস পোলিও কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়। এদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনস্থ কর্মীদের দ্বারা বারাসাত -২ নম্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে শাসনের চকশাসন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পালস পোলিও কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পোলিও টিকা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি আগত অভিভাবক অভিভাবিকাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতার বার্তা দেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাজ পরিচালিত হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সমুদ্র সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে মসৃণ ভাবে কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। শাসন সহ জেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর উন্নয়নে যেভাবে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে স্বাস্থ্যপরিষেবা ত্বরান্বিত হচ্ছে। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সুরিত মল্লিক বলেন, ব্লকের প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বুথে ক্যাম্প করে টিকাকরণ হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌসুমী ঘোষ, সদস্য ফেরদৌসী বিবি, সাবিনা বিবি, গীতা সরকার, পার্বতী কর্মকার, শিপ্রা মন্ডল, সঙ্গীতা কবিরাজ ঢালী, চন্দনা বিশ্বাস, মিতালী রায় প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল বাগনানে

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এর করা অশালীন মন্তব্য করার প্রতিবাদে বাগনান কেন্দ্র তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হল বাগনানে। বিক্ষোভেউপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক অরুণাভ সেন, বাগনান কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা তথা বাগনান-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমী সেন, হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি কাকলি সিংহ, বাগনান তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি পম্পা হাজরা,বাগনান-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ:সভাপতি পঞ্চানন দাস প্রমুখ।

স্বপ্নপুরী বৃদ্ধাশ্রমে শীতবস্ত্র প্রদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সম্প্রতি মিগজাউম এর প্রভাবে শীতের আমেজ অনুভব হচ্ছে। এদিকে শীতের প্রকোপে অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তিদের অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলেছে। সেই মুহূর্তে অসহায় মানুষের কাছে শীতবস্ত্র নিয়ে হাজির আশিকানে তাজুশ শারিয়া নামক রাজনগরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপ তথা শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য জায়গা ও ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করণ করা হয় সিউড়ি সংলগ্ন কড়িধ্যার শালবনীতে অবস্থিত ছবিলার স্বপ্নপুরী বৃদ্ধাশ্রমে অসহায় মানুষের জন্য। উল্লেখ্য জেলা পুলিশের ক্রাইম বিভাগে কর্মরত লেডি কনেস্টবল ছবিলা খাতুন নিজের শখের চার চাকা গাড়ি বিক্রি করে এই বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমানে জেলার বুকে পুলিশ প্রশাসন সহ বিভিন্ন মহলে ছবির স্বপ্নপুরী বৃদ্ধাশ্রমের নাম বহুল প্রচলিত। যার প্রেক্ষিতে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন সংগঠন সহ ব্যক্তি বিশেষ সাহায্য সহযোগিতার জন্য ছুটে আসেন। সেরূপ শীতের প্রাক্কালে শীতবস্ত্র নিয়ে সেখানে সদলবলে হাজির হন আশিকানে তাজুশ শারিয়া কমিটির উদ্যোগী যুবকবৃন্দ। শীতবস্ত্রের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কিছু তেল, সাবান প্রভৃতি তুলে দেওয়া হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তথা কর্ণধার লেডি কলেস্টেরল ছবিলা খাতুন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে সেখ কাওসার, সেখ নাসিরুদ্দিন, সফরজামা খান প্রমুখ সদস্যবৃন্দ।

কলিমুল্লাহর বস্ত্র বিতরণ

আপনজন: শীতবস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে সামাজিক সেবামূলক সংগঠনের কর্মসূচি শুরু করলেন শিক্ষক সমাজসেবী কলিমুল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন রাজীব আলী লস্কর, তুষারেফ মল্লিক কাজী ইবাদুর রহমান, সৈয়দ আতাবুল রহমান, শেখ রফিক আলী।

প্রথম নজর

স্কুলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করছে রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করে আইন পাস করেছে দেশটির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ দুমা।
আইনে বলা হয়েছে, স্কুলে সেলফোনসহ যোগাযোগের সব ধরনের প্রযুক্তি টুলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে। আগামী বছরের ১ সেপ্টেম্বর থেকে আইনটি কার্যকর হবে। তবে আইনটি চূড়ান্তভাবে কার্যকরের আগে এ বিষয়ে অভিভাবকের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আইনে বলা হয়েছে, স্কুলের পাঠ কার্যক্রমে শ্রম দক্ষতার বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত করা হবে।
রুশ বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, গত বছর অপেক্ষাকৃত কম বয়সী শিক্ষার্থীদের ক্লাস চলাকালে মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে রাশিয়া। শিক্ষামন্ত্রী সের্গেই ক্রাভৎসভ তখন বলেছিলেন, মোবাইল ফোনের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়।
এর আগে নিউজিল্যান্ড স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সন বলেন, শিক্ষার্থীরা স্কুলে এসে দিনের শুরুতে সেলফোন জমা করবে এবং দিন শেষে সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে। গত মাসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়া লুক্সন বলেন, সেলফোন না থাকলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে।
তবে অনেকে এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন।
দেশটির এক জরিপে দেখা গেছে, ৫৬ শতাংশ মানুষ স্কুলে সেলফোন নিষিদ্ধের পক্ষে। অন্যদিকে ১৬ শতাংশ বলেছেন, সেলফোন ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত হবে না।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিউজিল্যান্ডের ১৫ বছর বয়সী এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি কিশোর-কিশোরী পড়তে বা লিখতে পারে না। আশা করা হচ্ছে, প্রযুক্তিগত বিভ্রান্তি কমে এলে এ সমস্যার সমাধান হবে। রাশিয়ায়ও একই কারণে সেলফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনা হয়েছে।

মিশরে চলছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার দেশ মিশরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। রোববার (১০ ডিসেম্বর) থেকে তিন দিন ধরে স্থানীয় সময় সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি তৃতীয় মেয়াদে শাসনক্ষমতায় যাচ্ছেন বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী ১৮ ডিসেম্বর নির্বাচনের ফল ঘোষণা করার কথা আছে। সমালোচকেরা বলছেন, মিসরে দশক ধরে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ধরপাকড় চালানোর পর আয়োজিত এ নির্বাচন সাজানো।
তবে সরকারি সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, এ নির্বাচন রাজনৈতিক বহুত্ববাদের দিকে যাওয়ার একটি পদক্ষেপ।
একে তো মিশর অর্থনৈতিক সংকটে আছে। দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দেখা দিয়েছে, দেশটি রেকর্ড মূল্যস্ফীতির দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। সিসি আবারও ছয় বছরের মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরলে তাকে এসব সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
তার মধ্যে আবার সীমান্তবর্তী গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধের প্রভাব যেন মিসরে ছড়িয়ে না পড়ে, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে সিসিকে।
নির্বাচনে সিসির বিরুদ্ধে যে তিন প্রার্থী লড়াই করছেন, তারা খুব পরিচিত কেউ নন। সিসির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় যে প্রার্থী ছিলেন, তিনিও অক্টোবরে নির্বাচনের মাঠ থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

গাজার অর্ধেক মানুষই অনাহারে: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি সংঘাতের দুই মাস পার হয়েছে। এর মধ্যে মৃতের সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়েছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, ফিলিস্তিনের গাজার অর্ধেক মানুষ অভুক্ত থাকছেন। সেখানে পর্যাপ্ত খাবার নেই। গাজা পরিদর্শনের পর এমনটাই বলেছেন জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) উপপরিচালক কার্ল স্কাউ। খবর বিবিসি'র।
জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির উপপরিচালক কার্ল স্কাউ বলছেন, গাজায় প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯জন প্রতিদিন খাবার খেতে পায় না।
ত্রাণ সহায়তার সামান্য অংশ এখন গাজায় প্রবেশ করতে পারছে।
ইসরায়েলের হামলার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ধারাবাহিক হামলায় গাজায় ত্রাণ প্রবেশ করতে পারছে না।
এক্সে দেওয়া পোস্টে ডব্লিউএফপির উপপরিচালক আরও বলেন, প্রয়োজনীয় ত্রাণসহায়তার সামান্যই গাজায় ঢুকতে পারছে। এখানকার বাসিন্দাদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জনেরই প্রতিদিন খাবার জোটে না। এদিকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিচার্ড হেচট বলেন, কোনও বেসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু বেদনাদায়ক, তবে আমাদের কাছে বিকল্প নেই। গাজায় যত বেশি সম্ভব ত্রাণ সহায়তা পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।
তবে, হামাসকে নির্মূল করতে এবং ইসরায়েলি জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে তারা গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে যাবে।
আবার ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাসকে নির্মূল করতে এবং ইসরায়েলি জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে তারা গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে যাবে। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ওপর হামাস আকস্মিক হামলা চালানো পর গাজার সঙ্গে সব সীমান্ত বন্ধ করে দেয় দেশটি। এখন শুধুমাত্র রাফাহ সীমান্ত খোলা রয়েছে ত্রাণ সরবরাহের জন্য। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ১৭ হাজার ৭শ' ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, তার মধ্যে ৭ হাজারের বেশি শিশু।

মায়ানমারে তিনশ'র বেশি সামরিক ঘাঁটি দখল করেছে বিদ্রোহীরা

আপনজন ডেস্ক: গত ২৭ অক্টোবর মায়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যে অপারেশন ১০২৭ শুরু হওয়ার পর তিনটি রাজ্য ও দুটি অঞ্চলে ৩০০টির বেশি জান্তা ঘাঁটি ও ২০টি শহর দখল করে নিয়েছে বিদ্রোহীরা। এদিকে সংঘাত সত্ত্বেও দেশটিতে শিগগিরই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে জান্তা সরকার।
বিদ্রোহী সামরিক জোট থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স ও জাতীয় ঐক্য সরকার সমর্থিত (এনইউজি) তথাকথিত জনগণের প্রতিরক্ষা বাহিনী সমন্বিতভাবে অপারেশন ১০২৭ নামে এই প্রতিরোধ আক্রমণ শুরু করেছে।
এখন এই লড়াই মায়ানমারের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।
এই পরিস্থিতিতেও জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং বলেছেন, শিগগিরই মায়ানমারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকাতেই ভোটগ্রহণ হবে। মায়ানমারে চলমান সংঘাত সপ্তম সপ্তাহে গড়িয়েছে।
এরই মধ্যে আরাকান আর্মি (এএ), মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) ও তায়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির (টিএনএলএ) সমন্বয়ে গঠিত বিদ্রোহী সামরিক জোট থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স শান রাজ্যের প্রায় ৩০০ ঘাঁটি দখলে নিয়েছে। এ ছাড়া ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত শান রাজ্যের অন্তত আটটি শহরের দখল নিয়েছে এই বিদ্রোহী জোট। এখন এই রাজ্যের আরেকটি শহর দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স। এদিকে রাখাইন ও চিন রাজ্যের অন্তত ৪৫টি সামরিক ঘাঁটি ও তল্লাশি চৌকি দখল করেছে আরাকান আর্মি।উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্য থেকে সামরিক শাসন উত্খাতের জন্য শুরু হওয়া আক্রমণ সাগাইং, মান্দালায়ে ও ম্যাগওয়ে অঞ্চলের পাশাপাশি চিন রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। কাচিন ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মির সমর্থনপ্রাপ্ত পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস (পিডিএফ) সাগাইং অঞ্চলের অন্তত তিনটি শহর দখলে নিয়েছে। অন্যদিকে চিন রাজ্যের প্রতিরোধ বাহিনী ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তত সাতটি শহর দখলে নিয়েছে।
এদিকে কারেনি রাজ্যে ১১ নভেম্বর থেকে অপারেশন ১১১১ আরেকটি জান্তাবিরোধী অভিযান শুরু করে কারেনি ন্যাশনালিটিজ ডিফেন্স ফোর্স (কেএনডিএফ), কারেনি আর্মি, কারেনি ন্যাশনাল পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট ও পিডিএফ।
কেএনডিএফ জানিয়েছে, অপারেশন ১১১১ শুরুর পর কারেনি রাজ্যের লোইকাও, দেমেসো শহরতলি ও দক্ষিণ শান রাজ্যের পার্শ্ববর্তী পেকন শহরতলির ৩৫টির বেশি জান্তা ঘাঁটি প্রতিরোধ বাহিনী দখলে নিয়েছে। এদিকে কারেন, মোন রাজ্য ও বাগো অঞ্চলেও জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি ও মিত্র প্রতিরোধ বাহিনী মোনে শহর দখল করে। জাতিসংঘের মানবিকবিষয়ক কার্যালয় জানায়, অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া সংঘাত মায়ানমারের এক-তৃতীয়াংশ জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। চলমান সংঘাতে এখন পর্যন্ত পাঁচ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয়-বিষয়ক কার্যালয়ের (ওসিএইচএ) সবশেষ তথ্যানুযায়ী, ২৬ অক্টোবর থেকে মায়ানমারের পাঁচ লাখ ৭৮ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
এর আগে ২০২১ সালে মায়ানমারের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উত্খাত করে জান্তা শাসক ক্ষমতা দখলের পর দেশটির ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। এদিকে গত ছয় সপ্তাহে নারী ও শিশুসহ ৩৬৩ জন বেসামরিক নাগরিক এই সংঘাতে নিহত ও ৪৬১ জন আহত হয়েছে।
ওসিএইচএ জানায়, খাদ্য, আশ্রয়, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাই এখন সংঘাতপ্রবণ এলাকাগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বে সাইবার জালিয়াতিভিত্তিক মানব পাচার বাড়ছে: ইন্টারপোল

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক পুলিশ সংগঠন ইন্টারপোলের চালানো প্রথম মানব পাচার বিষয়ক সাইবার জালিয়াতির অভিযানে দেখা গেছে, গোটা বিশ্বে এ অপরাধের প্রবণতা বাড়ছে। আর এর বিস্তৃতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে লাতিন আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।
বৈশ্বিক অপরাধ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাটি বলেছে, অক্টোবরে এমন শত শত মানব ও পণ্য পাচারের কেন্দ্রস্থলে অভিযান চালিয়েছে ২০টির বেশি দেশের আইশৃঙ্খলা বাহিনী। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে চালানো অনলাইন জালিয়াতির মাত্রা গিয়ে পৌঁছেছে 'শৈল্পিক পর্যায়ে, যেখানে শারীরিক নিপীড়নের' নজিরও মিলেছে।
সংস্থাটির তথ্য অনুসারে, এ যৌথ অভিযানে শত শত অপরাধীকে গ্রেফতার করার পর এ অপরাধের 'ভৌগোলিক পদচিহ্নের' ইঙ্গিত মিলেছে। আর মালয়েশিয়ার নাগরিকদের উচ্চ বেতনের প্রলোভন দেখিয়ে পেরুতে পাচার এবং উগান্ডার নাগরিকদের দুবাই, থাইল্যান্ড ও মায়ানমারে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে এর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে ইন্টারপোল, যেখানে সশস্ত্র প্রহরায় বন্দি করে মানুষকে ব্যাংক জালিয়াতি শেখানো হয়।
এমন সিংহভাগ ঘটনার কেন্দ্রস্থল এখনো দক্ষিণপূর্ব এশিয়া হলেও ইন্টারপোলের 'ভালনারেবল কমিউনিটিস' বিভাগের সহকারী পরিচালক রোজমেরি নালুবেগা এক বিবৃতিতে বলেন, এ ধরনের কার্যক্রম দিনদিন ছড়িয়ে পড়ছে, যেখানে ভুক্তভোগীদের অন্য কোনো মহাদেশ থেকে পাচার করা হয়।
আর জালিয়াতির নতুন কেন্দ্র হিসেবে মাথাচাড়া দিচ্ছে লাতিন আমেরিকার মতো অঞ্চলগুলো।
বলা হয়ে থাকে, এ ধরনের অপরাধের সূত্রপাত ঘটেছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে। অন্যদিকে জাতিসংঘ বলছে, বিভিন্ন অপরাধী দল এমন হাজার হাজার মানুষ পাচার করে বিভিন্ন 'স্ক্যাম সেন্টার' ও অবৈধ অনলাইন অপরাধ কার্যক্রম পরিচালনা করাচ্ছে। আর এর প্রবণতা বেড়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোয়।
জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, এ ধরনের উদীয়মান স্ক্যাম সেন্টার থেকে প্রতি বছর শত শত কোটি মার্কিন ডলার আয় করছে অপরাধীরা। গত মাসে এ ধরনের অপরাধের আর্থিক সহায়তার উত্স নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয় এক তদন্ত প্রতিবেদনে। এতে দেখা যায়, কীভাবে একজন চীনা নাগরিকের নামে নিবন্ধিত ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট থেকে থাইল্যান্ডে লাখ লাখ ডলার পাচার হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক ব্লকচেইন বিশ্লেষক কোম্পানির তথ্য অনুসারে, ঐ অর্থ যে ক্রিপ্টো ওয়ালেট থেকে পাচার হয়েছিল তা আগে থেকেই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত। আর এর ভুক্তভোগী ছিলেন একজন মার্কিন নাগরিকও।

গাজার দ্য গ্রেট ওমারিসহ ১০৪ মসজিদ ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত বিমান হামলায় গাজার সবচেয়ে বড় মসজিদ দ্য গ্রেট ওমারিসহ ১০৪টি মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেছে।
কাতারভিত্তিক সংবাদ সংস্থা আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, সপ্তম শতকে গাজা সিটির কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হয় দ্য গ্রেট ওমারি মসজিদ। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রা.) নামে মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছিল। দেড় হাজার বছরের পুরোনো মসজিদটি ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে।
ঐতিহ্যবাহী এই ইসলামিক স্থাপত্যকে বাতিঘর হিসেবে বিশ্বাস করেন গাজাবাসী। গত ৭ অক্টোবর গাজায় হামলা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ১০৪টি মসজিদ ধ্বংস করেছে ইসরায়েল। সেই সঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে ঐতিহ্যবাহী নানান নিদর্শন। এর মধ্যে রয়েছে দুই হাজার বছর পুরোনো সেন্ট পরফিরাস চার্চ। এ ছাড়া বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীন রোমান কবরস্থান, জাদুঘরেও আঘাত হানে ইসরাইল।
প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে ধ্বংস করাকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে অভিহিত করেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ইসরায়েলি আগ্রাসন থেকে ঐতিহ্য সংরক্ষণে ইউনেস্কোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইহুদিবিদ্বেষ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার প্রেসিডেন্ট এলিজাবেথ ম্যাগিল শনিবার পদত্যাগ করেছেন।
ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ বাড়ার বিষয়ে মার্কিন কংগ্রেসের শুনানিতে করা মন্তব্যের জেরে তীব্র সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করলেন ম্যাগিল। অভিজাত আইভি লিগভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান স্কট বক জানান, ম্যাগিল স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। স্কট বক নিজেও পদত্যাগ করেছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়টির একজন মুখপাত্র সংবাদমাধ্যম এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছেন। ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ বাড়ার বিষয়ে গত মঙ্গলবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের কমিটিতে শুনানি হয়। শুনানিতে করা মন্তব্যের জেরে ম্যাগিলসহ তিনটি অভিজাত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন।

লেবাননের তিন শহরে ইসরায়েলের ভয়াবহ বিমান হামলা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের মধ্যেই এবার লেবাননে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে হানাদার ইসরায়েল। রোববার (১২ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় সকালে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের তিন শহর ইয়ারুন, রমিশ ও আতিয়া আল-শাবে এ হামলা চালানো হয়।
এর আগে শনিবার লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের ১০টি স্থাপনায় হামলা চালায়।
গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর এ উত্তেজনা লেবানন সীমান্তে ব্যাপক আকারে বেড়েছে। লেবানন থেকে ইসরায়েলের সামরিক চৌকিতে বেশ কয়েকবার হামলা করা হয়েছে। দু'পক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলায় অন্তত ১০০ সেনা নিহত হয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৮ মি.

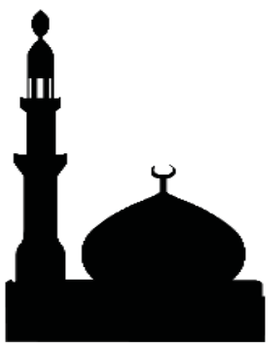

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪১	৬.০৭
যোহর	১১.৩৩	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৮	
এশা	৬.১৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৯	

বাসভবনে ইহুদিদের অনুষ্ঠান, তোপের মুখে ম্যাখোঁ

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বাসভবন এলিসি প্যালেসে ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন করায় দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁর বিরুদ্ধে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার নিজ বাসভবনে ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হানুক্কাহয় মোমবাতি প্রজ্বালন করতে ফ্রান্সের ইহুদিদের প্রধান ধর্মীয় নেতা রাব্বি হাইম কোরসিয়াকে আমন্ত্রণ জানান ম্যাখোঁ। অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ডান ও বামপন্থী রাজনীতিকদের তোপের মুখে পড়েন ফরাসি প্রেসিডেন্ট।
বিরোধীদের ভাষ্য, প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ধর্মীয় রীতি পালনের অনুমতি দিয়ে বিরাট ভুল করেছেন ম্যাখোঁ।
কান শহরের মেয়র ও বিশিষ্ট ডানপন্থী বিরোধী নেতা ডেভিড লিসনার বলেন, 'যত দূর জানি, প্রথমবারের মতো এমন ঘটনা ঘটেছে। এটি ধর্মনিরপেক্ষতার লঙ্ঘন।'
অসিতানিয়া অঞ্চলের সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট কারো দেলগা বলেন, 'এলিসি ধর্ম পালনের জায়গা নয়। আপনি ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে আপস করতে পারেন না।'
কট্টর বামপন্থী নেতা অ্যালেক্সি করবিয়া বলেন, 'ম্যাখোঁ কি অন্য ধর্মের জন্য একই কাজ করবেন?' এমনকি বেশ কয়েকজন ফরাসি ইহুদিও ম্যাখোঁর কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

ইসরায়েলে ১৪ হাজার গোলা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: সংসদের নিম্নকক্ষ কংগ্রেসের পর্যালোচনা ছাড়াই ইসরায়েলকে জরুরিভিত্তিতে ট্যাংকের ১৪ হাজার গোলা দিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন। শনিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
এসব গোলা ইসরায়েলের কাছে ১০৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা হবে। সাধারণত কোনো দেশের কাছে যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র বা গোলাবারুদ বিক্রি করার আগে; সেটি কংগ্রেস পর্যালোচনা করে। পর্যালোচনার জন্য কংগ্রেস ২০ দিন সময় নেয়।

NAME CHANGE

I, Shakir Ali Middya, S/o Motiyar Rahama Middya, DOB 01/07/1971, residing at – Vill. & P.O. – Dakshin Santoshpur, P.S. – Jagatballavpur, Dist. – Howrah, PIN - 711404 as per Aadhar No. 225092094427.
That inadvetently my name and date of birth has been wrongly recorded in my passport Being no. H4041657 as Middya Sakir Hossain, DOB 15/11/1965 in place of Shakir Ali Middya, DOB 01/07/1971.
Do hereby solemnly affirmed and declared by Affidavit before1st class Judicial Magis-trate, Howrah on 23.11.2023 That "Shakir Ali Middya", DOB 01/07/1971 & "Middya Sakir Hossain", DOB 15/11/1965 denotes the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Daian Middya, S/o Abdul Sovan Middya, DOB 01/01/1965, residing at – Vill. & P.O. – Dakshin Santoshpur, P.S. – Jagatballavpur, Dist. – Howrah, PIN - 711404 as per Aadhar No. 960232328337.
That inadvetently my name and date of birth has been wrongly recorded in my passport Being no. J0551310 as Middya Abudaiyan, DOB 11/12/1965 in place of Abdul Daian Middya, DOB 01/01/1965
Do hereby solemnly affirmed and declared by Affidavit before1st class Judicial Magis-trate, Howrah on 23.11.2023 That "Abdul Daian Middya", DOB 01.01.1965 & "Middya Abudaiyan", DOB 11/12/1965 denotes the same and one identical person.

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৩৩ সংখ্যা, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২৬ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

মানবাধিকার

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক অনুচ্ছেদে বড় বড় হরফে লিখা রহিয়াছে, 'জন্মগতভাবে সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।' ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সম্মানার্থে ১০ ডিসেম্বরকে 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' হিসাবে পালন করার রেওয়াজও চলিয়া আসিতেছে সুদূর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে। বলিতে হয়, বিশ্বব্যাপী বেশ ঘটা করিয়াই পালিত হয় দিবসটি। এই নিরিখে হিউম্যান রাইটস বা 'মানবাধিকার' শব্দটি বহুল আলোচিত ও প্রচলিত হইলেও আজিকার বিশ্বে দুঃখজনকভাবে এই মানবাধিকারই অধিক সমালোচিত বিষয়। স্বতঃসিদ্ধ ও অলঙ্ঘনীয় হইলেও সভ্যতার একেবারে শুরু হইতেই ইহা লইয়া চলিয়া আসিতেছে বাগিবতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও সীমারেখা লইয়া বড় বড় কথা বলা হয় বটে, তথাপি জনগণের স্বীকৃত অধিকারগুলি পর্যন্ত অবলীলায় হরণ ও দমন করিবার ঘটনা ঘটিতেছে দেশে দেশে। শক্তিশালী জাতির হাতে দুর্বলরা মার খায়, বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। এইরূপ আচরণ মানবাধিকারকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

মরমি কবি লালন সাঁইয়ের অন্তর্দৃষ্টি, 'অনন্ত রূপ সৃষ্টি করিলেন সাঁই, শুনি মানব রূপের উত্তম কিছু নাই'। তাহা হইলে এই উত্তম রূপ মানবই আরেক মানবকে অধিকারবঞ্চিত করিতে পারে কী প্রকারে? গৃহকোণ হইতে রাষ্ট্রীয় আওতা পর্যন্ত পদে পদে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় কী করিয়া? 'জীবনের একমাত্র অর্থ মানবতার সেবা করা'–লিও তলস্তয়ের এই আহ্বানের সদুত্তরেই-বা আমরা কী বলিতে পারি? সত্যি বলিতে, বর্তমান বিশ্বে আইনের শাসনের ব্যত্যয়ই অধিক লক্ষণীয়, যাহা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের জন্য অধিক দায়ী। বিশ্বব্যবস্থার এক ক্রান্তিলগ্নে ও বিশৃঙ্খল মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবী কেমন যেন অমানবিক হইয়া গিয়াছে! ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার যুদ্ধের মধ্যেও ফিলিস্তিনের গাজায় মানবতার কবর রচিত হইতে দেখিতেছি আমরা। সংঘাত-সংকট চলিতেছে বিশ্বের আরো অনেক প্রান্তে। যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসা এই সকল সংকটের যেন কোনো সুরাহা নাই! এই ব্যর্থতার দায় কাহার? যুদ্ধবিগ্রহের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও বাস্তুচ্যুত হইবার ঘটনার মধ্য দিয়া বারংবার মানবতার পরাজয় ঘটিতেছে–ইহারই-বা শেষ কোথায়?

অর্থাত্, যত কথাই বলা হউক, প্রকৃত অর্থে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই মানবাধিকার। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি খুব একটা সুখকর নহে। এই সকল দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি সকল সময়ই উদ্বেগজনক। এই সকল জনপদে রাজনৈতিক সন্ত্রাস অব্যাহত রহিয়াছে অদ্যাবধি, যাহা গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। উপরন্তু, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানমূলক পরিবেশ বিদ্যমান থাকে না। দালাই লামার ভাষায়, 'বিশ্ব এই নেতার, সেই নেতার কিংবা সেই রাজা বা রাজপুত্র বা কোনো ধর্মীয় নেতার নয়; বরং পৃথিবী হইল একমাত্র মানবতার।' ইহাই আসল কথা। মানুষ জন্মগ্রহণই করে মানবাধিকারের পতাকা হাতে লইয়া। সেইখানে একজন আরেকজনকে অধিকারবঞ্চিত করিবার সুযোগ পাইবে কেন? এই ক্ষেত্রে দোষ তো আমাদেরই। কারণ, ধরণিবক্ষে সীমানা তুলিয়া বিভেদের দেওয়াল গড়িয়াছি আমরাই। অঞ্চলের গণ্ডিতে ভূপ্রকৃতিকে আটকাইয়া হানাহানি, সংঘর্ষ শুরু করিয়াছি আমরাই। ইহার ফলে যে মানুষের জন্মগত অধিকার মাটির সহিত মিশিয়া যাইতেছে; অন্যায়, পাপ হইতেছে, তাহার প্রতি যেন ভ্রুক্ষেপই নাই।

মানবাধিকারের কথা বলিতে গেলে ১২১৫ সালে সম্পাদিত ম্যাগনাকার্টা, সপ্তদশ শতকে স্বাক্ষরিত পিটিশন অব রাইটস, বিল অব রাইটস, খিষ্ট্রপূর্বাব্দকালের প্রথম মানবাধিকার সনদ সাইরাস সিলিন্ডার প্রভৃতি প্রসঙ্গ সামনে আসিবে। মানবাধিকারের প্রকৃত ভিত্তি হিসাবে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স.) কর্তৃক মদিনা সনদ ঘোষণাও অগ্রগণ্য, যাহাকে আখ্যায়িত করা হয় পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংবিধান হিসাবে। উপরন্তু, মহানবি (স.) বিদায় হজের ভাষণে মানবাধিকারের কথা সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সর্বোপরি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষানির্বিশেষে সকল মানুষের স্বাধীনতাকে সমুন্নত করিবার কথা বলিয়াছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআলা–'তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে বাছাই করা হইয়াছে, মানবের কল্যাণের জন্য' (সুরা আল-ইমরান : ১১০)। সুতরাং, মানুষের মৌলিক মানবাধিকার ও অধিকারগুলি বাস্তবায়ন করিবার ক্ষেত্রে সকলকে বদ্ধপরিকর থাকিতে হইবে।

ফের নির্বাচিত হলে ট্রাম্প যেভাবে আরও স্বৈরাচারী হয়ে উঠবেন

ভবিষ্যতে কে কী আচরণ করবে, তা নির্ভর করে মানুষের অতীত আচরণের ওপর। ট্রাম্প রিপাবলিকানদের মনোনয়ন পাচ্ছেন এবং দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসছেন, এমন বিশ্বাস আছে অনেকেরই। তাঁরা বলতে চান, ট্রাম্প অতীতে কী করেছেন, সেটা মনে রাখাই যথেষ্ট। মানে ট্রাম্প যেহেতু প্রথম দফাতেই ফ্যাসিস্ট হয়ে যাননি, দ্বিতীয় দফাতেও হবেন না। বরং তিনি আগের মতোই ভাঁড়ামি করবেন। লিখেছেন **জ্যান ওয়ার্নার মুলার।**

ভবিষ্যতে কে কী আচরণ করবে, তা নির্ভর করে মানুষের অতীত আচরণের ওপর। ট্রাম্প রিপাবলিকানদের মনোনয়ন পাচ্ছেন এবং দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসছেন, এমন বিশ্বাস আছে অনেকেরই। তাঁরা বলতে চান, ট্রাম্প অতীতে কী করেছেন, সেটা মনে রাখাই যথেষ্ট। মানে ট্রাম্প যেহেতু প্রথম দফাতেই ফ্যাসিস্ট হয়ে যাননি, দ্বিতীয় দফাতেও হবেন না। বরং তিনি আগের মতোই ভাঁড়ামি করবেন।

কিন্তু এত গা ছাড়া মনোভাব যাঁদের, তাঁরা একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন। সেটা হলো, আজকে যাঁরা ক্ষমতায় এসে একনায়কতন্ত্রের সূচনা করছেন, দ্বিতীয় দফায় সরকার গঠন করে তাঁরা আরও কট্টর একনায়ক হয়ে উঠেছেন। ট্রাম্পের বেলায়ও এর ব্যত্যয় হওয়ার সুযোগ কম। তিনি গণতন্ত্রের গায়ে আঁচড় লাগতে দেবেন না, বিষয়টা এমন নয়। ট্রাম্পের সঙ্গে হাঙ্গেরির চরম ডানপন্থী ভিক্টর ওরবান অথবা পোল্যান্ডের ইয়ারোস ক্যাজিস্কির অমিল হলো তাঁরা খুব সতর্কভাবে তাঁদের একনায়কোচিত পরিকল্পনা লুকিয়ে রাখেন। অন্যদিকে ট্রাম্প আগেভাগেই তাঁর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। যদি নির্বাচিত হন, তাহলে কড়ায়-গন্ডায় উশুল করবেন সব।

ওরবান বা ক্যাজিস্কি এ দুজনের মধ্যে মিল হলো, তাঁরা মনে করেন, নির্বাচনে তাঁদের ইচ্ছা করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য তাঁরা বিচার বিভাগ থেকে সংবাদমাধ্যম পর্যন্ত সবাইকে দুষেছেন। যখন তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, উদারপন্থীদের সঙ্গে ঝগড়া করে রাজনৈতিক পুঁজি শেষ করবেন না। বরং ধীরে ধীরে সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল করবেন। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুরুতেই আছে বিচার বিভাগ ও প্রশাসন। কারণ, একবার যদি আপনি বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে আপনি সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী–সবাইকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন। এরপর ইচ্ছেমতো উদারপন্থীদের ধোলাই করতে পারবেন।

ওরবানদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্প কিছু শিখেছেন কি না, তা নিয়ে আমরা বিতর্ক করতে পারি। তবে বিচক্ষণ বিশ্লেষকেরা আগেই বলেছেন, ট্রাম্প বাহিনী তাঁর অনুগতদের দিয়ে অন্তত ৫০ হাজার আমলাকে সরাবেন, তারপর বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে নেবেন।

কর্তৃত্বপরায়ণ জনতুষ্টিবাদী সরকারের প্রথম কাজ হলো দিনদুপুরে প্রশাসনকে ছিনতাই করা এবং মানুষকে এই বলে ধোঁকা দেওয়া যে তারাই কেবল প্রকৃত মানুষ (৬ জানুয়ারি ট্রাম্প যেমন তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছিলেন)। তাহলে রাষ্ট্র কাদের জন্য? অবশ্যই জনগণের জন্য। তাই জনতুষ্টিবাদীরা যখন রাষ্ট্রকে দখল করে, তখন তাঁরা বলেন, রাষ্ট্র এখন জনগণের দখলে।

ওরবান বা ক্যাজিস্কি এ দুজনের মধ্যে মিল হলো, তাঁরা মনে করেন, নির্বাচনে তাঁদের ইচ্ছা করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য তাঁরা বিচার বিভাগ থেকে সংবাদমাধ্যম পর্যন্ত সবাইকে দুষেছেন। যখন তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, উদারপন্থীদের সঙ্গে ঝগড়া করে রাজনৈতিক পুঁজি শেষ করবেন না। বরং ধীরে ধীরে সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল করবেন। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুরুতেই আছে বিচার বিভাগ ও প্রশাসন। কারণ, একবার যদি আপনি বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে আপনি সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী–সবাইকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন। এরপর ইচ্ছেমতো উদারপন্থীদের ধোলাই করতে পারবেন।

ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের কথা ভাবুন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ওয়াশিংটনের ক্ষমতা আপনাদের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছি।' সাধারণ মানুষ সেই ক্ষমতা ফিরে পাননি। কারণ, তাঁর ভাষায় 'ডিপ স্টেট' তখন সক্রিয় ছিল। এবার আর ট্রাম্প সে ভুল করতে চান না। ট্রাম্প প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় বলেছেন, তিনি কমিউনিস্ট, মার্ক্সিস্ট, ফ্যাসিস্ট, উগ্র বামপন্থী গুন্ডাদের মূলোৎপাটন করবেন। কারণ, তাঁরা দেশের খেয়ে, দেশের পরে পোকার মতো বেঁচে থাকেন। তাঁরা মিথ্যা বলেন, চুরি করেন, নির্বাচনে দুই নম্বরি করেন। আইনগত বা বেআইনিভাবে আমেরিকা ও আমেরিকাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন।

ট্রাম্পের কোনো লুকোছাপা নেই। ট্রাম্প বলেছেন, ক্ষমতায় এলে এবার হয় তিনি আমেরিকার ডিপ স্টেট ধ্বংস করবেন অথবা ডিপ স্টেট তাঁকে ধ্বংস করবে। ট্রাম্প যদি জেতেন, তাহলে তিনি বলবেন, প্রকৃত জনগণ (যাঁরা তাঁকে ভোট দেন, কেবল তাঁদেরই তিনি 'প্রকৃত জনগণ' বলে বিবেচনা করেন) তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন প্রতিশোধ ও ধ্বংসের জন্য।

জ্যান ওয়ার্নার মুলার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক

গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

আপন কণ্ঠ

মহুয়া মৈত্রের প্রতি একটি খোলা চিঠি

মাননীয়াসু

সাধারণ বাঙালি হিসেবে, বিদেশ থেকে শিক্ষিত আপনার প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার ফ্যান প্রথম থেকেই। প্রথমবার সংসদ হয়েও লোকসভায় আপনার আগুনে বক্তব্যের সাথে অনেকের মতো আমার একাত্মতাও প্রথম দিন থেকেই। আপনার ঝরঝরে ইংরেজিতে কম সময়ের মধ্যে সোজা আক্রমণ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষন আপনাকে করে তুলেছে খাস। সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার মতামত ও এলিট মিডিয়ায় প্রচারের ফলে সরকার পক্ষের চক্ষুশূল আপনি। তথাকথিত হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি এবং আইটি সেলে আপনাকে নিয়ে তুমুল চর্চা গো বলয়েও আপনাকে করেছে জনপ্রিয়। প্রথম কয়েক বছরেই আপনি সারা ভারতের মানুষের কাছে সংসদের বিরোধী বক্তা হিসেবে আপনি প্রথম সারির। পাঞ্জাব থেকে দ্রাবিড়, দক্ষিণের সাথে হিন্দি বলয়েও আপনি সমান জনপ্রিয়। মানুষ যখন মানিয়ে নিচ্ছে সবকিছু তেই,কোনোরকমে নিজে পিঠ বাঁচিয়ে আরামে বেঁচে থাকতেই স্বচ্ছন্দ, ভাঁড় মে যায়ে দেশ, তখন লোকসভায় দাঁড়িয়ে আপনার আগুনে আশা করতাম দেশে নতুন স্ফুলিঙ্গের সূচনা হবে আপনার মত সাংসদদের হাত ধরেই একদিন।

সেই আপনিই .....

আজ আপনি ও বিরোধীরা বলছেন, আপনাকে ডিফেন্ড করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। আপনি তো জানতেনই পাবেন না। এই অমিত ক্ষমতার অধিকারী বিপক্ষের (সরকার ও ধনীতম শিল্পপতি) সাথে লড়াই করতে গেলে ডিফেন্স আপনাকে আঁটাসাটো করতেই হতো, সেখানে "পরিত্যক্ত প্রেমিক" আর "পরিচিত শত্রু" র যুগলবন্দী তে কুকুরের কাস্টডি পেলেও ব্যক্তিগত জীবন নিজের কর্মজীবনের ডিফেন্সের ফালাফালা করে দিল।

মহাশয়া, এরপরেও হয়তো আপনি ভেসে উঠতে পারতেন, কফিনের শেষ পেরেক দিয়ে গেলো আপনার শিল্পপতি বন্ধুর নিজেকে ও ব্যাবসাকে বাঁচাতে আপনাকে বিসর্জন দেওয়ার সওদা। আমরা সকলেই রাজনীতিতে এই বলিদান এর সাথে পরিচিত। নেতারা সহজেই কর্মীকে বলিদান দেয় নিজের স্বার্থের রক্ষার্থে , আপনার শিল্পপতি বন্ধু আজ আপনাকে দিল। আপনি নিজেও হয়তো অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন, প্রশ্ন করার জন্য লোকসভার লগইন আইডি পাসওয়ার্ডটা দেশের বাইরে ব্যবহার হওয়া আপনার অবর্তমানে অন্য কারো মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলেও এটা ব্যাকরণসম্মত নয়।

আপনার সাংসদ তহবিল থেকে প্রশ্ন করার একটা ছেলে রাখাই যেত হয়তো, কিংবা ব্যস্ত সময়ের মধ্যে একটু সময় করে নেওয়া যাতে নিজের সমস্ত কিছু নিজের নখদর্পণে থাকে। হয়তো তখনও আপনি ব্যবসায়ী বন্ধুর প্রশ্নগুলোই নিতেন, তবুও আজ এই দিনটা দেখতে হতো না।

মাননীয়া, আপনার বাড়ির জন্য ডিজাইন করা, কিংবা দামী উপহার দেওয়া বা হোটেল বুকিং করা এগুলোতে দেশের আমজনতার কিছু আসে যায় না আমরা নেতাদের সম্পত্তি দেখতে উপহার পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বাকিদের তুলনায় এগুলো খুবই ছোটখাটো ব্যাপার। আপনাকে পরিষ্কারের কারণ নিয়ে বিভিন্ন অপপ্রচার সত্ত্বেও আখেরে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়ে গেল কারন কারণ তাদের কথা তুলে ধরার একটা জোরালো কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল আপাতত ।

তবু আশাবাদী রইলাম যখন আপনি নিজেই বললেন আরও ৩০ বছর বাকি। আশা করব আপনি আরো তীক্ষ্ণ ও ধারালো হয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংসদ হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নেবেন। আপনার কণ্ঠস্বর সংসদে আরও জাগরিত হবে এই আশা রেখে..

আপনার এক শ্রোতা

তন্ময় সিংহ

শালবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর

আন্দ্রে মিত্রোভিকা

জেলেনস্কি বুঝে গেছেন মিত্ররা তাঁকে ছেড়ে যাবে

ভলোদিমির জেলেনস্কি একটি ভুলে যাওয়া যুদ্ধে একজন বিস্মৃত যোদ্ধা। রাশিয়া যখন ইউক্রেনকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য আগ্রাসনের দুই বছর পূর্তি করতে চলেছে, তখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট খসে পড়া তারার মতো তাঁর উচ্চতা ও ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছেন। দুই বছর পুরোনো যুদ্ধটা এখন কোনোরকমে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া স্থবির যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ইউক্রেনীয়দের অনন্য 'আক্রমণ অভিযান' থমকে গেছে এবং প্রতিশ্রুত 'বিরাট সাফল্য অর্জন'-এর ব্যাপারটা এখন একগুঁয়ে ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়েছে। 'ইট মারার বদলে পাটকেল খাওয়ার' বিষয়টি দুঃখজনকভাবে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হয়ে গেছে। ক্ষোভের জায়গা দখল করে নিয়েছে নির্লিপ্ততা। যা-ই হোক, এ যুদ্ধের এখনকার যে গতিপ্রকৃতি তা থেকে বলা যায়, 'বিজয়' অনেক অনেক দূরের বিষয়।

মনে হচ্ছে, বিশ্ব ইউক্রেন নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আরও খারাপ করে বললে, বিশ্ব এখন বিরক্ত। সে কারণে যেসব কলাম লেখক জেলেনস্কির সাহস ও ইউক্রেনের জনতার প্রতিরোধকে একসময় ধর্মোপদেশ বিলোনোর মতো করে নিয়মিতভাবে তাঁদের লেখায় তুলে ধরতেন, তাঁরা এখন অবলীলায় তাঁদের আগের অবস্থান ত্যাগ করেছেন।

আমন্ত্রিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে অথবা পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেওয়ার সময় চিরচেনা সবুজ সোয়েটার গায়ে দেওয়া জেলেনস্কিকে দেখে মনে হচ্ছে, নির্বোধ কিংবা অপ্রচলিত যোদ্ধা ও মুক্তিসংগ্রামী। ইউক্রেনের 'বীর' জনতার 'ন্যায়'-এ যুদ্ধের প্রতি সংহতি জানিয়ে জনসাধারণের প্রতিবাদ সমাবেশও অনেক মাস আগে বন্ধ হয়ে গেছে। ইউক্রেন এখন আর সংবাদমাধ্যমের জরুরি ও সহানুভূতিজাগানিয়া 'সংবাদ' নয়। জেলেনস্কি আর ইউক্রেন নিয়ে এখন একমাত্র 'খবর' হচ্ছে, হোয়াইট হাউস থেকে ফাঁস হয়ে যাওয়া অস্বস্তিকর খবর। জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল পলিটিকো খোঁচা মেরে শিরোনাম করেছে, 'ইউক্রেন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফাঁস হওয়া কৌশলনীতি বলছে, দুর্নীতি এখন সেখানকার সত্যিকারের হুমকি'। এই সংবাদের শিরোনামের শব্দগুলো একই সঙ্গে ভয়ানক ও অমার্জিত। এটি আমেরিকানদের,

নির্দিষ্ট করে বলতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাহসী ইউক্রেনীয়দের প্রতি যে অটুট ভালোবাসা ছিল, তা যে কমতে শুরু করেছে, তারই লক্ষণ। পলিটিকো সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে 'বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা ইউক্রেনের দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশ্যে যতটা বলছেন, তার থেকেও অনেক বেশি উদ্বিগ্ন।...এই দুর্নীতি রাশিয়ার বিরুদ্ধে চালিয়ে যাওয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ থেকে পশ্চিমা মিত্রদের সরে যাওয়ার কারণ হয়ে উঠতে পারে এবং কিয়েভ দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ নিতে পারছে না।'

এটা জেলেনস্কির জন্য বিপদ, বড় বিপদ। আমি ধারণা করি, তিনি জানেন যে সেই সময় ও পরিস্থিতি আসছে, যখন মিত্ররা তাঁর পাশে থাকবে না। ওয়াশিংটন ও ইউরোপের মিত্রদের 'লৌহদৃঢ় ইচ্ছা' ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবে মরে যাচ্ছে। ইচ্ছা পুরোপুরি উবে গেলে অনিবার্যভাবে অর্থের জোগানও শূন্যে নেমে আসবে। ভ্লাদিমির পুতিনকে থামিয়ে রাখতে এবং তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা আটকে রাখতে হলে জেলেনস্কির প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এরই মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। আশঙ্কা থাকছে যে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এত দিন ধরে ইউক্রেনের অর্থ জোগানোর ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছিল, সেটা অব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আন্তমহাদেশীয় কোষাগার খুব দ্রুতই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাইডেন প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা এর মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আইনপ্রণেতাদের কাছে ইউক্রেনের জন্য নগদ সহযোগিতা ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু সেটা কোনোভাবেই আত্মবিশ্বাসী কিংবা ভরসা জাগানোর মতো আবেদন নয়। হোয়াইট হাউসের ব্যবস্থাপনা ও বাজেট কার্যালয়ের পরিচালক বলেছেন, 'আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে কংগ্রেসের পদক্ষেপ ছাড়া এ বছরের শেষ নাগাদ ইউক্রেনের জন্য আরও অস্ত্র ও সরঞ্জাম কেনার এবং যুক্তরাষ্ট্রের মজুত থেকে সরঞ্জাম দেওয়ার মতো অর্থ থাকবে না। এ মুহূর্তের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে তহবিল প্রয়োজন, তার জন্য জাদুকরের পাত্র আমাদের কেউ দেবে না। আমাদের অর্থ ফুরিয়ে আসছে এবং সময়ও প্রায় ফুরিয়ে আসছে।'

এই আতঙ্ক উদ্রেককারী চালের পরও ইউক্রেনের জন্য সময়মতো অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যায়নি। ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান আইনপ্রণেতাদের মধ্যে যুদ্ধে অর্থ জোগান দেওয়ার এই অনীহা ইউক্রেন যুদ্ধে শীতকালের কাদার মধ্যে ঠেলে ফেলবে। যুদ্ধের একটা মৃত পরিসমাপ্তি ঘটবে।

কথার ক্ষেত্রে ইউক্রেনের সংকল্প এখন পর্যন্ত অটুট। সম্প্রতি ব্রাসেলসে কূটনৈতিকদের একটি জমায়েতে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা কিছুতেই পিছু হটব না।' দিমিত্রি কুলেবা বলেছেন, 'আমরা আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাব, আমরা আমাদের লড়াই জারি রাখব। ইউক্রেন আত্মসমর্পণ করবে না। এটা শুধুই ইউক্রেনের নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়। এটা ইউরো-আটলান্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তার বিষয়।' দিমিত্রি কুলেবার এই বক্তব্য অন্যদের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়েছে। সবার মধ্যে আবেগ ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর এই আহ্বান অনেকটা ভাঙা রেকর্ডের মতো শুনিয়েছে। দিগন্তে বড় আরেকটি ভয় উঁকি দিতে শুরু করেছে। জেলেনস্কির চিন্তা ও পরিকল্পনায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারী ও অমঙ্গলে আলবাট্রস পাখির বোঝার মতো ঝুলে রয়েছেন। আজ থেকে এক বছর পর ওভাল অফিসে পুতিনের পোষা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের অর্থ হচ্ছে, হঠাৎ করেই অনেক কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া। ইউক্রেনের যুদ্ধ ও জেলেনস্কির রাজনৈতিক ক্যারিয়ার সবকিছুই ইতি ঘটতে পারে।

এর মধ্যে আরেকটি যুদ্ধে বেশির ভাগ সমর্থন চলে যাওয়ায় জেলেনস্কির প্রতি সমর্থনটা ফিকে হয়ে আসছে। আমার মনে হয়, জেলেনস্কি নিজেও সেটা বুঝতে পারছেন। জেলেনস্কি ভালো করেই বুঝতে পারেন যে তিনি এতটা ক্ষমতাহীন যে ইউক্রেনকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা কিংবা শেষের পাতার সংবাদ হয়ে ওঠার বিষয়টি ঘুরিয়ে দিতে পারবেন না।

ইউক্রেনের নিয়তি হচ্ছে, তাদের প্রতি বিশ্বের যে মনোযোগ ছিল, এখন তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে এই দুর্ভাগ্যজনক নিয়তি দেখতে পাচ্ছি। যে কাপুরুষ শক্তি ফিলিস্তিনিদের পরিত্যাগ করেছে, সেই একই শক্তি ইউক্রেনকে পরিত্যাগ করবে। ভলোদিমির জেলেনস্কি নিজেও সেটা জানেন।

আন্দ্রে মিত্রোভিকা টরন্টোভিত্তিক কলাম লেখক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

খারিজি মাদ্রাসার ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জেলার ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেলডাঙ্গা সরুলিয়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হলো ৬৬ তম বাৎসরিক জালসা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা বদরুল আলম। এদিনের জালসায় হাফেজ, মাওলানা, মুফতি ও ক্বারী পাশ ১৩৮ জন মাদ্রাসার ছাত্রকে পাগড়ি প্রদান করা হয়। জালসায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলার বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মুফতি নাসিরুদ্দীন চাঁদপুরী সাহেব। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। জেলা জমিয়তে উলামার সভাপতি তথা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা বদরুল আলম ইসলামী শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর বক্তব্য রাখেন। তিন বলেন আমাদের মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের গাইড লাইন মেনে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান , ইতিহাসসহ কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন নদীয়া জেলা জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা আরশাদ আলী খান, মাওলানা মেহবুব মুর্শিদ, রাজ্য জমিয়তের অফিস সচিব মাওলানা আব্দুস সামাদ, জেলা জমিয়তের সহ সভাপতি মুফতি জুবায়ের হোসেন, মাদ্রাসার সেক্রেটারি রেজাউল করিম, মাওলানা মকবুল হোসেন প্রমুখ। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী বিধায়ক হুমায়ূন কবীর, রাজ্য ইমাম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দীন বিশ্বাস। জালসায় বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

ডাকবাংলো মাঠে পৌষ মেলা করবে প্রশাসন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল প্রশাসনিক ভবনে বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত ছিল যে পূর্বপল্লী মাঠ চাওয়া আবেদন করবে বিশ্বভারতী কে। মাঠ না দিলে বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে পৌষ মেলা করবে বীরভূম জেলা প্রশাসন জানিয়েছিলেন বীরভূম জেলা শাসক। কিন্তু আজ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ মেলা নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। জেলা প্রশাসনের প্রস্তাবিত পৌষ মেলা বোলপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষে বিশ্বভারতী প্রাঙ্গনে আয়োজন করার বিষয়ে সভা। বিশ্বভারতী অনুমতি দেওয়ার আগে কয়েকটি বিষয় বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে মহকুমা প্রশাসনের উপর শর্ত আরোপ করেন। সেই শর্তের আশ্বাস পেলে বিশ্বভারতী প্রাঙ্গনে মেলা অনুষ্ঠিত হবে। সত্য গুলি হল গ্রিন টারবুনাল পৌষ মেলার আয়োজনে যে শর্তগুলি বেঁধে দিয়েছে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে কি না। বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট যেহেতু এ বছর পৌষ মেলার আয়োজন করছে না, তাই ওই মেলা প্রাঙ্গণে বোলপুর মহকুমা প্রশাসন মেলার আয়োজন করলে যদি কোন আইনি জটিলতা তৈরি হয় তা জেলা প্রশাসন সমস্ত দায়িত্ব গ্রহন করতে সম্মত হবে কিনা এও জানান। বিশ্বভারতী সংস্কৃতি এবং নান্দনিক রুচির সঙ্গে সংগতি রেখে এই মেলা অনুষ্ঠিত করতে হবে। গ্রীন ট্রাইবুনাল নির্দেশ মতো নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর মেলা শেষ করে মেলার মাঠটি পরিষ্কার করে মহকুমা প্রশাসন বিশ্বভারতীকে পূর্বস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। মেলা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বোলপুর মহকুমা প্রশাসন বহন করতে পারবে কি না জানাতে হবে।

সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের পদযাত্রার সমাপ্তি শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নাগরিকত্বের দাবিতে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের ১৫ দিনব্যাপী পদযাত্রার সমাপ্তি হলো কলকাতার ধর্মতলায়। নদীয়ার করিমপুর থেকে ২৬ নভেম্বর এই পদযাত্রার সূচনা করেছিলেন সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের সভাপতি সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস। আজ রবিবার সেই পদযাত্রার ১৫ তম দিন। দুই জেলার মতুয়া অধ্যুষিত বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বাগুইআটি কেষ্টপুর থেকে পায়ে হেঁটে শ'খানেক মতুয়া, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বেলা ২ টায় ধর্মতলার কলকাতা পৌর ভবনের পাশে পৌঁছায় এবং সেখানে একটি বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস বলেন কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার উদ্বাস্তু মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সুকৃতিরঞ্জনের দাবি আবেদনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেবার কথা এক মস্ত বড় ফাঁদ। ওই ফাঁদে পা না দেবার জন্য তিনি মতুয়াদের পরামর্শ দেন। তিনি দাবি করেন একটা ভিত্তি বছর ঘোষণা করে তার আগে আসা সব উদ্বাস্তুদের নাগরিক বলে ঘোষণা করে একটি নুতন আইন তৈরি করতে হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, সালাউদ্দিন আহমেদ, নাসির উদ্দিন ঘরামী, ডা. সুখেশ বিশ্বাস, নবীন বিশ্বাস, ডা: সজল বিশ্বাস, রণজিৎ গোঁসাই, হরিবর গোঁসাই প্রমুখ।

পণ, জুয়া, মাদক মুক্ত সমাজ গঠনের ডাক জমিয়তে উলামার

সারিউল ইসলাম ● ভগবানগোলা

আপনজন: রবিবার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার জমিয়তে উলামার প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল ভগবানগোলা উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড ভারতের মতো মিশ্র সংস্কৃতির দেশে কতটা যুক্তিযুক্ত? জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুদৃঢ়করণ বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা। পণ, জুয়া, মাদক এবং সাইবার ক্রাইম মুক্ত সমাজ গঠন। নারীর সুরক্ষা ও মর্যাদা, দেশ ও জাতি গঠনে জমিয়তে উলামার অবদান সহ একাধিক বিষয় নিয়ে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এদিন। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সর্ব-ভারতীয় সহ-সভাপতি সৈয়দ আসজাদ মাদানী, জমিয়াত উলামায়ে হিন্দের ইসলাহে মুয়াশরার সভাপতি সৈয়দ আযহার মাদানী, জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাসুম সাকিব, জমিয়তে উলামার রাজ্য সভাপতি মুফতি দবীর হুসাইন, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক ক্বারী শামসুদ্দিন আহমেদ, কোলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম ক্বারী শফীক কাসেমী, রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি মুফতি নাজমুল হক, জেলা ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, সহ একাধিক নেতৃত্বরা। সভা থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে বেলুড় মঠের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ থেকে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি সৈয়দ আসজাদ মাদানী বলেন, 'ইউসিসি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড ৮০ শতাংশ ভারতীয় মানতে নারাজ। জোর করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে কেন্দ্র সরকার, আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করি। ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং বিভেদ দেশের জন্য ক্ষতিকর, সৌভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির মাধ্যমে দেশের ঐক্যতা বজায় রাখা সম্ভব।' এদিনের সমোবেশে নাখোদা মসজিদের ইমাম ক্বারী শফীক কাসেমী বলেন, 'কিভাবে মুর্শিদাবাদ জেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং দেশের সম্প্রীতি রক্ষার্থে কি কি করণীয় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি কিভাবে নেশামুক্ত, অপরাধ মুক্ত সমাজ গড়া যায় সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয় সভা থেকে।' জামিয়াত উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সহ-সভাপতি নাজমুল হক বলেন, 'একদিকে যেমন ইউসিসি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, অন্যদিকে মাদক সংক্রান্ত বিষয় থেকে সাইবার ক্রাইম সচেতনতা এবং মহিলাদের মর্যাদা সবকিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে সমাবেশে।'

ঝাড়গ্রাম নৃপেন পল্লির আইসিডিএস সেন্টারের করুণ পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: প্রায় এক দশক আগে এলাকার ক্ষুদে পড়ুয়া ও মায়েদের পুষ্টি শিক্ষা পৌঁছে দিতেই নেওয়া হয়েছিল অঙ্গনারী কেন্দ্রের উদ্যোগ।ঘটা করে শুরু হয়েছিল অঙ্গনারী কেন্দ্রের কাজ।অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় বিল্ডিং নির্মাণের কাজ। যার ফলে আজও গড়ে ওঠেনি এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র।অসমাপ্ত ভবন আগাছায় পূর্ণ হয়েছে দিনের পর দিন ।নির্মাণ অংশ ভেঙ্গে পড়ছে।আজও শিশুদের ঠিকানা স্থানীয় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।মর্নিং স্কুল হলে ও বর্ষাকালে চরম সমস্যায় পড়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়ুয়ারা।এরা যে শিক্ষা নিয়ে নানান অভিযোগ কোথাও অঙ্গনারী কেন্দ্রের খাবারের গুণমান নিয়ে অভিযোগ কোথাও সাপের খোলস,কোথাও আবার মিলছে টিকটিকি, কোথাও আবার খাবারে বিছে। তবে ঝাড়গ্রাম নৃপেন পল্লির ১২ নং ওয়ার্ডের অইসিডিএস সেন্টার শুরু হয়েছিলো ২০১০ সালে। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হলেও পরিবর্তন হয়নি। আইসিডিএস সেন্টার গড়ে ওঠে না। কেনো হচ্ছে না তার কনো সদুত্তর নেই স্থানীয় প্রশাসনের কাছে। তবে বর্তমানে এই আইসিডিএস সেন্টারটি জঙ্গল খাস প্রাইমারি বিদ্যালয়ের সেটের তলায় চলছে। দীর্ঘদিন ধরে কবে নিদিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে গড়ে উঠবে এই আই সি ডি এস সেন্টার চারিদিকে তাকিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ।

দলুয়াখাকিতে ত্রাণ নিয়ে গেল কৃষক সভা

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে বামনগাছি অঞ্চলের কামারিয়া গ্রামে বাঙার বুড়ি মোড়ে গত ১৩ নভেম্বর সাজসকালে বামনগাছি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ও সদস্য সাইফুদ্দিন লস্কর খুন হয়েছিল। এই ঘটনা পর ঘটনার স্থল থেকে দীর্ঘ ৫ কিলোমিটার দূরে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতকারীরা দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় দলবেঁধে ঢোকে প্রথমে লুটপাট,ভাঙচুর, ও পরে অগ্নিসংযোগ চালায়। লস্কর পাড়ার প্রচুর পরিমানে বাড়ি দোকান কারখানা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এই সমস্ত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে আজ ত্রাণ নিয়ে আসেন কৃষক সভার জেলার সম্পাদকের পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল জয়নগর দলুয়াখাকি গ্রামে পৌঁছে আক্রান্ত গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখেন। কৃষক সভার জেলার সম্পাদক অলোক ভট্টাচার্য বলেন –গ্রামের সব বাড়িই কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু প্রায় ৩০ টি বাড়ি বসবাসের অবস্থায় নেই। মাথার উপর খোলা আকাশ। আসবাবপত্র হয় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, । তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের খুনের পাল্টা হিসেবে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গ্রামের হতদরিদ্র মানুষের জীবন তছনছ করে দিয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা ক্ষমার অযোগ্য। ৩৩ জনের নামে এফ আই আর করা হলেও মাত্র ৩ জনকে গ্রেফতার করে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের বহু পুরুষ ও মহিলা সেলাইয়ের কাজ করে রোজগার করতেন। ৫০ টার বেশি দামি সেলাই মেশিন ক্ষতিগ্রস্ত,কিছু সেলাই মেশিন লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের জীবিকার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কৃষক সভার জেলার সম্পাদক অলোক ভট্টাচার্য দাবি করেন, অবিলম্বে গ্রামে অগ্নিসংযোগে অভিযুক্ত যারা তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

ডোমকলে বাইক সংঘর্ষে মৃত দুই

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: পথদুর্ঘটনা যেন ঘটেই চলেছে। রবিবার সন্ধ্যা রাত্রিতে আবারও মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু মৃত্যু হলো দুই জনের।ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার বাবলাবোনা টার্নিকের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানাযায় ডোমকল থেকে ভাদুড়ীয়াপাড়া বাড়ি ফিরছিলেন দুজনে মিলে মোটর সাইকেলে করে। তখনি সামনের দিক থেকে লছিমন এসে সজোরে ধাক্কা মারলে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় রাস্তায় তখন আরও একটি গাড়ি তাদের উপর দিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রা তড়িঘটি আহতদের উদ্ধার ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্মরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন ও অপর জনের অবস্থার অবনতি হলে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মিনাজ উদ্দিন শেখ (বাবলু)৪৫ ও জাহিদ আনোয়ার মোস্তফা (মিলন)দুজনের বাড়ি জলঙ্গি থানার ফরিদপুর অঞ্চলের ভাদুড়ীয়াপাড়া এলাকায়।

ইভিএম-এর ভ্রাম্যমাণ ট্যাবলো

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সবুজ পতাকা উড়িয়ে ইভিএম প্রদর্শনের ভ্রাম্যমাণ ট্যবলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। রবিবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ভ্রাম্যমান ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলাশাসক পিযুষ শালুঙ্খে, সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মোট পাঁচটি ট্যাবলো এবং প্রশাসনিক ভবনে সেলফি জোন ও ই ভি এম প্রদর্শনের একটি কাউন্টারের উদ্বোধন করা হয় এদিন। অতিরিক্ত জেলা শাসক পীযূষ সালুঙ্খে বলেন, এদিন মোট পাঁচটি ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়। প্রতিটি ট্যাবলোতে প্রদর্শনের জন্য থাকবে ভোট যন্ত্র। জেলার বিভিন্ন ব্লকে ঘুরে ইভিএম প্রদর্শন করা হবে ভ্রাম্যমান ট্যাবলোর মাধ্যমে। ভোটারদের উৎসাহিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইভিএম প্রদর্শনের ভ্রাম্যমান ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়।

লাইব্রেরির পরিদর্শনে জেলাশাসক

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার শান্তিপুরে পাবলিক লাইব্রেরির আধুনিকীকরণের পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নদিয়ার শান্তিপুরের বহু পুরনো এবং বহু ইতিহাসের সাক্ষী শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী। যেখানে বিশ্ববরেণ্য বহু মনীষীর পদধূলি পড়েছে। এবার শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরির মান উন্নয়ন এবং পরিকাঠামোগত আধুনিকীকরণের জন্য এগিয়ে আসলো জেলা প্রশাসন । এদিন শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে উপস্থিত, নদীয়া জেলার একাধিক শীর্ষ কর্তারা। এদিন শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী পরিদর্শনে আসেন শান্তিপুরের বিধায়ক ডঃ ব্রজ কিশোর গোস্বামী ,জেলা শাসক এস অরুণ প্রসাদ, রানাঘাটের এসডিও সহ একাধিক শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা। গোটা পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণ ঘুরে জেলা শাসক এস অরুনপ্রসাদ জানাচ্ছেন, বহু পুরনো এবং এত মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত এই লাইব্রেরী। তার মান উন্নয়নে প্রশাসন উদ্যোগ নেবে।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্মেলন রামপুরহাটে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রবিবার বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৩৪ তম বীরভূম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রামপুরহাট শহরের বিদ্যাসাগর টেক্সট বুক লাইব্রেরি এন্ড ফ্রি কোচিং সেন্টারে। এদিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক আনন্দবরণ হান্ডা। সম্মেলন থেকে পার্থসারথী মুখার্জী কে সভাপতি ও ফরিদা ইয়াসমিনকে সম্পাদিকা করে ২৮ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে জেলায় ২৭১ টি প্রাইমারি স্কুল সহ মোট ৩২১ টি স্কুল ও রাজ্যে ৮২০৭ টি স্কুল তুলে দেওয়ার ফরমান বাতিল সহ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ও রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩ বাতিলের দাবি তোলা হয় এদিনের সম্মেলন সভা থেকে। শিক্ষা,শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দীর্ঘ ৫৩ বছরের আন্দোলনের যে ধারা তাকে বজায় রাখতে এবং আন্দোলন কে সুদৃঢ় করতে সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা ফরিদা ইয়াসমিন শিক্ষক সমাজকে দল মত নির্বিশেষে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাশাপাশি আগামী ২৪-২৫ ডিসেম্বরে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সাধারণ বার্ষিক সভাকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্যেও আহ্বান করেন।

নারায়ণপুরে শীতবস্ত্র বিতরণ

ওবায়দুল্লাহ লস্কর ● নামখানা

আপনজন: "গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি" এর পক্ষ থেকে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর গ্রামের শীতার্ত, প্রান্তিক মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল কম্বল, শীত বস্ত্র । রবিবার অন্তঃরাষ্ট্রীয় পুস্তিমার্গেয় বৈষ্ণব পরিষদ (কলকাতা) এর সহযোগীতায় ও রবীন্দ্র- নজরুল স্মৃতি সংঘের ব্যাবস্থাপনায় নারায়ণপুর গ্রাম ও তার আশপাশ গ্রামের শীতার্ত, প্রান্তিক মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল কম্বল, শীত বস্ত্র। যাতে তারা শীতের প্রকোপ থেকে মুক্তি পায়।

সম্মাননা দুই কবিকে

বাইজিদ মণ্ডল ● কাকদ্বীপ

আপনজন: সুন্দরবনে আধুনিক বাংলা কবিতা চর্চার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব কবি পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান ও কবি ওয়াজেদ আলি। এবার এই দুই বর্ষিয়ান কবিকে জীবনকৃতি সম্মাননা জ্ঞাপন করলেন অনুজ কবি সাহিত্যিকরা। সম্প্রতি কাকদ্বীপ সাহিত্য সংসদ ও শতাব্দীর মুখ পত্রিকার উদ্যোগে শিশু শিক্ষায়তন হাইস্কুলে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবি পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান সশরীরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও অসুস্থতার কারণেউপস্থিত থাকতে পারেননি ওয়াজেদ আলি। তাঁর ছেলের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সংবর্ধিত মানভূমের চার কবি শিল্পী

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: জমিশেদপুরের সুর ও সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে শনিবার এবং রবিবার দুদিন ধরে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার সেন্টার ফর এক্সিলেন্সে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ভারত বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের গুণীজনেরা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের মানভূমের চারজন কবি শিল্পী কে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। পুরুলিয়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা চিত্রপরিচালক ও সাহিত্যিক দেবরাজ মাহাতো, গীতিকার ও সাংবাদিক দিপু পরামানিক, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আস্তিক রায় এবং শুশনি গ্রামের বিশিষ্ট মঞ্চ সঞ্চালক অমিত রাজ কে এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে, মানভূমের বাংলা ভাষা আন্দোলন, ঝাড়খন্ড এর ধ্বলভুম জামশেদপুর সিংভূম সহ অন্যান্য এলাকার বাংলা ভাষাভাষীদের আন্দোলন এবং অবস্থা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন পুরুলিয়া রত্ন দেবরাজ মাহাতো। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের বাংলাভাষীদের ভাষা এবং ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য বাংলা সাহিত্য চর্চা আরও দৃঢ় করতে হবে, এবং আগামী দিনেও ঝাড়খণ্ডের সমস্ত বাংলাভাষী সংগঠনের পাশে থাকার বার্তা দেন দেবরাজ বাবু।

তিলপাড়ায় রক্তদান শিবির ও কম্বল বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স এ্যাসোসিয়েশন সহযোগিতায় ও বন্ধু ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং কাজল শাহ ও দুর্গাপুর গ্রামবাসীদের পরিচালনায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় সিউড়ি একনম্বর ব্লকের তিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুর্গাপুর গ্রামে। রক্তদান শিবির ও কম্বল বিতরণ কর্মসূচি উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় , সিউড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হোক ওরফে কাজল সেখ,সিউড়ী পৌরসভার পৌর পিতা উজ্জ্বল চ্যাটার্জী, সিউড়ী শহর তৃনমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুল সফি, সিউড়ী ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইন্দ্রজিৎ মন্ডল, সিউড়ী ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রত্নাকর, মণিদীপা দি, রঞ্জিত মান্না,সেখ জিয়া, তিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যগন, তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কৌড়দা সমবায় তৃণমূলের

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা ১নং ব্লকের অন্তর্গত বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের "কৌড়দা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে ৮ টি আসনের মধ্যে ৮ টি আসনেই জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের বিজয়োর।লাসে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তরুণ কুমার মাইতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মেম্বার সান্তনু নায়েক প্রমুখ।
ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন

মেসি-রোনাল্ডোর কেউই সর্বকালের সেরা নন: মরিনহো

আপনজ ডেস্ক: এক যুগ ধরে ফুটবল বিশ্বকে শাসন করছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে দুই সুপারস্টার মিলে ভাগ করে নিয়েছেন মোট ১৩টি ব্যালন ডি'অর। সর্বকালের সেরার বিতর্ক আসলে এই স্বাভাবিকভাবেই মেসি ও রোনাল্ডোর নাম চলে আসে। তবে 'স্পেশালওয়ান'খ্যাত পর্তুগিজ কোচ হোসে মরিনহোর দাবি, মেসি-রোনাল্ডোর কেউই বিশ্বসেরা নন।২০১০ থেকে ২০১৩ সাল- এই তিন বছর রিয়াল মাদ্রিদের কোচ ছিলেন বর্তমানে এএস রোমার ডাগআউট সামলানো হোসে মরিনহো। তখন রাইভাল দল বার্সেলোনায় খেলা মেসির চেয়ে শিষ্য রোনাল্ডোর প্রশংসাই বেশি করতেন দ্য স্পেশালওয়ান। সেরা মানতেন পর্তুগিজ সুপারস্টারকে। তবে এবার মেসি-রোনাল্ডো সর্বকালের সেরা কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে মরিনহো জানালেন, তার চোখে গ্রেটেস্ট অব অল টাইম (গোট) ব্রাজিলের রোনাল্ডো নাজারিও। ক্রীড়া গণমাধ্যম লাইভস্কোরকে মরিনহো বলেন, 'আমার মতে, বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার রোনাল্ডো (নাজারিও)। যদিও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো এবং লিও মেসি লম্বা ক্যারিয়ার পেয়েছে। ১৫ বছর ধরে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে।' ক্যারিয়ারে কখনোই গুরুতর চোটে পড়েননি রোনাল্ডো কিংবা মেসি। তবে ব্রাজিলের হয়ে দুটি বিশ্বকাপ জেতা রোনাল্ডো দীর্ঘদিন হাঁটুর চোটে ভুগেছেন। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বার্সেলোনার কোচ ছিলেন ইংলিশ কিংবদন্তি কোচ স্যার ববি রবসন। এসময় এই লেজেন্ডারি কোচের দোভাষী হিসেবে বার্সেলোনায় কাজ করতেন মরিনহো। আর একই সময়ে রোনাল্ডো নাজারিও খেলতেন ব্লাউগ্রানাদের হয়ে। তাই ব্রাজিলিয়ান মহাতারকাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে মরিনহোর। তিনি বলেন, 'যদি আপনি মেধা এবং কৌশল নিয়ে কথা বলেন, তাহলে রোনাল্ডোর চেয়ে ভালো কেউ নেই। বার্সেলোনায় সে যখন ববি রবসনের অধীনে খেলতো, তখন আমার মনে হতো খেলার মাঠে রোনাল্ডোর চেয়ে ভালো কোনো ফুটবলারকে আমি দেখিনি।' মরিনহো বলেন, 'ইনজুরিতে পড়ে ক্যারিয়ার শেষ না হলে রোনাল্ডোর অর্জন আরো অবিশ্বাস্য হতো। তবে ১৯ বছর বয়সী সেই রোনাল্ডোও অভাবনীয় ছিল।

দুই বছর পর ফের রাসেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওয়ানডে সিরিজ শেষে আগামী ১৩ ডিসেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর প্রথম জাতীয় দলে ফিরেছেন অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল। দলে আছেন তৃতীয় ওয়ানডেতে অভিষেক হওয়া পেস বোলিং অলরাউন্ডার ম্যাথু ফর্ড। ২০২০ সালের পর প্রথমবার টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন শেরফানে রাদারফোর্ড। ওয়ানডে সিরিজে না থাকা অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডার ও ব্যাটসম্যান নিকোলাস পুরানও ফিরেছেন টি-টোয়েন্টি দলে। চোটের কারণে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে না থাকা গুদাকেশ মোতিও দলে ফিরেছেন। ২০২৪ সালে ঘরের মাঠের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য স্কোয়াড তৈরির জন্য সিরিজটি গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক থাকছেন রভম্যান পাওয়েল। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওয়ানডে অধিনায়ক শাই হোপকে। আগস্টে ভারত সিরিজে খেলা দল থেকে বাদ পড়েছেন জনসন চার্লস, ওবেদ ম্যাকয়, ওডিন স্মিথ, ওশানে থমাস। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান নির্বাচক ডেসমন্ড হেইনস বলেছেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য ঘরের মাঠে ২০২৩ সালে এটাই শেষ সিরিজ। যেহেতু তারা ২০২৪ সালের জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দুটি আয়োজক দলের একটি হতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা এমন একটি স্কোয়াড নির্বাচন করেছি, যা আমাদের মনে হয়, সেই টুর্নামেন্টে সাফল্যের সেরা সুযোগ দেবে।' ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি দল রভম্যান পাওয়েল (অধিনায়ক), শাই হোপ (সহ-অধিনায়ক), রোস্টন চেইজ, ম্যাথু ফর্ড, শিমরন হেটমায়ার, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, আলজারী জোসেফ, ব্রেন্ডন কিং, কাইল মায়ার্স, গুদাকেশ মোতি, নিকোলাস পুরান, আন্দ্রে রাসেল, শেরফানে রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড

প্রথম বিভাগে না ফেরা পর্যন্ত ১০ নম্বর জার্সিকে সান্তোসের অবসর

আপনজন ডেস্ক: গত বছর ২৯ ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে মারা যান পেলে। কিংবদন্তির প্রস্থানের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিব্রতকর এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ক্লাব সান্তোস। ১১১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অবনমনের শিকার হয়েছে ক্লাবটি। ক্লাব যখন এমন দুঃসময় পার করছে, তখন তারা নতুন একটি সিদ্ধান্তও নিয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পেলের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে দ্বিতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে উঠে আসা পর্যন্ত তাঁর পরা বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সি অবসরে থাকবে। শনিবার মার্সেলো টেক্সেইরা ক্লাবের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ক্লাবের সবচেয়ে বড় তারকাকে সম্মান জানাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১০ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সান্তোস সভাপতি টেক্সেইরা বলেছেন, 'সান্তোস নিজেদের মান অনুযায়ী সিরি 'আ'তে ফেরার আগপর্যন্ত আমরা ১০ নম্বর জার্সি নিয়ে খেলব না।' এ সময় এই জার্সির গুরুত্ব নিয়ে তিনি আরও বলেছেন, 'এ বছর ব্রাজিলিয়ান লিগের নামকরণ করা হয়েছে কিং পেলের নামে। আমি এ মিশন চালিয়ে যাব। আমরা আবার শীর্ষ লিগে ফিরে আসব। কিন্তু সে পর্যন্ত এই গৌরবময় জার্সিটি আমরা আর পরব না।' পেলের মৃত্যুর পরও সান্তোসে তাঁর ১০ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠানো নিয়ে কথা হয়েছিল। সান্তোসের সে সময়ের সভাপতি আন্দ্রেস রুদেয়া প্রথমে জানান, তাঁরা জানুয়ারি থেকে আর ১০ নম্বর জার্সিটি ব্যবহার করবেন না। আর পাকাপাকিভাবে জার্সিটিকে অবসরে পাঠানোর জন্য বিষয়টি কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে উত্থাপন করা হবে। কিন্তু পরে পেলের ইচ্ছার কথা বলে সে অবস্থান থেকে সরে আসে সান্তোস। এ প্রসঙ্গে রুদেয়া বলেছিলেন, 'তিনি (পেলে) এ ধারণাটা খুব একটা পছন্দ করেননি। আমরা তাঁর এই ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে চাই।' ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে চার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে সভাপতি নির্বাচিত হওয়া টেক্সেইরা বলেছেন, 'গণতন্ত্রের বিজয়ের জন্য উৎসব হওয়া উচিত। কিন্তু এ মুহূর্তটি উদ্‌যাপনের উপযুক্ত নয়। আমাদের এই মুহূর্ত থেকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যাতে আমরা সান্তোসকে তার উপযুক্ত অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে পারি।' এর আগে ব্রাজিলের শীর্ষ লিগ 'সিরি আ'তে নিজেদের শেষ ম্যাচে ফোর্তালেজার কাছে ২-১ গোলে হেরে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায় সান্তোস। টানা ৫ ম্যাচ জয়শূন্য থাকায় ২০ দলের লিগে ১৭তম স্থানে নেমে যায় ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। শুধু পেলেই নন, নেইমারও উঠে এসেছেন এ ক্লাব থেকে। সান্তোসের এমন দুরবস্থা নিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নেইমার লিখেছিলেন, 'সান্তোস সব সময় সান্তোসই থাকবে। আমরা আবারও হাসব।' নেইমার পাশে থাকলেও দলের এমন দুর্দশা মানতে পারেননি সমর্থকেরা। 'সিরি বি'তে অবনমন নিশ্চিত হওয়ার পর সান্তোসের মাঠ ভিলা বেলমিরোর বাইরে রাস্তায় বেশ কিছু গাড়িতে আগুন দেন অনেক সমর্থক।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ হলান্ডকে ছাড়াই খেলে জয়ে ফিরল ম্যানচেস্টার সিটি। সিটি পিছিয়ে পড়ে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে। আন্দ্রোস টাউনসেন্ডের ক্রসে গোল করে লুটনকে এগিয়ে দেন এলিজা আদেবায়ো। সিটি গোল দুটি পেয়েছেন দ্বিতীয়ার্ধের ৬২ ও ৬৫ মিনিটে। বের্নার্দো সিলভা সমতা ফেরানোর পর হুলিয়ান আলভারেজের ক্রস থেকে সিটিকে এগিয়ে দেন জ্যাক গ্রিলিশ।

একটা বাজে ম্যাচ রোহিতকে খারাপ অধিনায়ক বানায়নি, বলছেন গম্ভীর

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপে ভারত দুর্দান্ত খেলেছে। টানা ৯ ম্যাচ জিতে উঠেছিল ফাইনালে। তবে ফাইনালে ভারত মুখ থুবড়ে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার সামনে। পুরো বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেও তাই ভারত আরও একবার বিশ্বকাপহীন। বিশ্বকাপে ভালো খেলা তাদের জন্য নতুন কিছু নয়। ভারতের চাই শিরোপা। ২০১৫ ও ২০১৯ বিশ্বকাপেও ভারত সেমিফাইনাল খেলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই শিরোপা জেতাতে না পারায় পুরো বিশ্বকাপে প্রশংসায় ভাসা অধিনায়ক রোহিত শর্মার সমালোচনা হয়েছে, হচ্ছে। ভারতের হয়ে দুটি বিশ্বকাপ জেতা ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর অবশ্য এখনো রোহিতকে প্রশংসাতেই ভাসিয়ে রাখছেন। তাঁর দাবি, একটা বাজে ম্যাচ রোহিতকে খারাপ অধিনায়ক বানিয়ে দেয়নি। ভারতের অধিনায়কত্ব স্থায়ীভাবে পাওয়ার আগে মুম্বাইকে অধিনায়ক হিসেবে পাঁচটি আইপিএল শিরোপা জিতিয়েছেন রোহিত। রোহিতের হাতেই ভারতের নেতৃত্ব থাকা উচিত, এমন কথা রোহিত দায়িত্ব পাওয়ার আগে থেকেই বলছেন গম্ভীর। বিশ্বকাপে ফাইনালে হারার পরও নিজের কথাতে স্থির আছেন গম্ভীর। একটি পডকাস্টে তিনি বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে রোহিত দারুণ কাজ করেছে। পাঁচটি আইপিএল ট্রফি জেতা সহজ নয়। ওয়ানডে বিশ্বকাপে যেভাবে ভারত দাপট দেখিয়েছে, ফাইনালের আগেও আমি বলেছিলাম, ফলাফল যা-ই হোক না কেন, ভারত চ্যাম্পিয়ন দলের মতো খেলেছে। একটা বাজে ম্যাচ রোহিত শর্মা বাজে অধিনায়ক ও এই দল খারাপ হয়ে যায়নি। শুধু একটা বাজে ম্যাচের জন্য রোহিতকে যদি খারাপ অধিনায়ক বলেন, এটা ন্যায্য হবে না।' ভারত এরই মধ্যে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল গোছানো শুরু করেছে। চলতি বছর ভারতের হয়ে কোনো টি-টোয়েন্টি না খেলা রোহিত বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় আছেন কি না, সেটা নিশ্চিত নয়। ফর্ম থাকলে রোহিতের হাতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নেতৃত্ব থাকা উচিত বলে মনে করেন গম্ভীর, 'রোহিত যদি ভালো ছন্দে থাকে, ওরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। রোহিত যদি ছন্দে না থাকে, যে ক্রিকেটারই ফর্মে থাকবে না, বিশ্বকাপ দলে তাকে নেওয়া উচিত নয়। অধিনায়কত্ব একটা দায়িত্ব। প্রথমে একজন খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হতে হবে এরপর আপনাকে অধিনায়ক বানানো হবে। অধিনায়কের অবশ্যই ফর্মের বিচারে সেরা একাদশে জায়গা নিশ্চিত থাকতে হবে।' গম্ভীর যোগ করেন, 'দল থেকে বাদ দেওয়া ও দলে নেওয়ার জন্য বয়স কোনো মানদণ্ড হতে পারে না। ফর্ম শুধু মানদণ্ড হওয়া উচিত। অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তও ব্যক্তিগত, কেউ কাউকে বাধ্য করতে পারে না। নির্বাচকদের অধিকার আছে তাকে না নেওয়ার, কিন্তু কেউ কারও কাছ থেকে ব্যাট-বল কেড়ে নিতে পারে না। ফর্মকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।'

পিচ বিপজ্জনক, বন্ধ হয়ে গেল বিগ ব্যাশের ম্যাচ

আপনজ ডেস্ক: পিচ খেলার অনুপযোগী হওয়ায় বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগেডস-পার্থ স্কোরচার্স ম্যাচ পণ্ড হয়ে গেছে। নির্ধারিত সময়ে টস এবং ম্যাচ শুরু হলেও ৬.৫ ওভার পর খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পরে মাঠ পরীক্ষা করে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। রেনেগেডস-স্কোরচার্স ম্যাচটি হয়েছে সাউথ গিলংয়ের কার্দিনিয়া পার্কে। আগের রাতে স্টেডিয়াম অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় কাভারের নিচে ঢাকা পিচও সিক্ত হয়ে পড়ে। ম্যাচ শুরুর আগপর্যন্ত শুকানোর চেষ্টা চালালেও সেটি পুরোপুরি সফল হয়নি। টসের সময় রেনেগেডস অধিনায়ক নিক ম্যাডিনসন ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে ভেজা পিচের প্রসঙ্গ টানেন। পরে স্কোরচার্স ব্যাট করতে নামলে উইকেটের অসম বাউন্স বোলার-ব্যাটসম্যান দুই পক্ষের জন্যই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। ইনিংসের সপ্তম ওভারে উইল সাদারল্যান্ডের পঞ্চম ডেলিভারি অফ স্টাম্পের বেশ বাইরে পড়ার পর অস্বাভাবিক আচরণ করলে এ নিয়ে আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ব্যাটসম্যান জস ইংলিস। তখনই ম্যাচ বন্ধ করে দেন দুই আম্পায়ার। সিদ্ধান্ত নেন, মাঠের পরিস্থিতি পরখ করা হবে। এর কিছুক্ষণ পর এই উইকেটে খেলা চালানো সম্ভব নয় জানিয়ে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন তাঁরা। খেলা বন্ধের আগে স্কোরচার্সের রান ছিল ২ উইকেটে ৩০, অ্যারন হার্ডি ২৩ বলে ২০ আর ইংলিস ৭ বলে ৩ রানে ব্যাট করছিলেন।

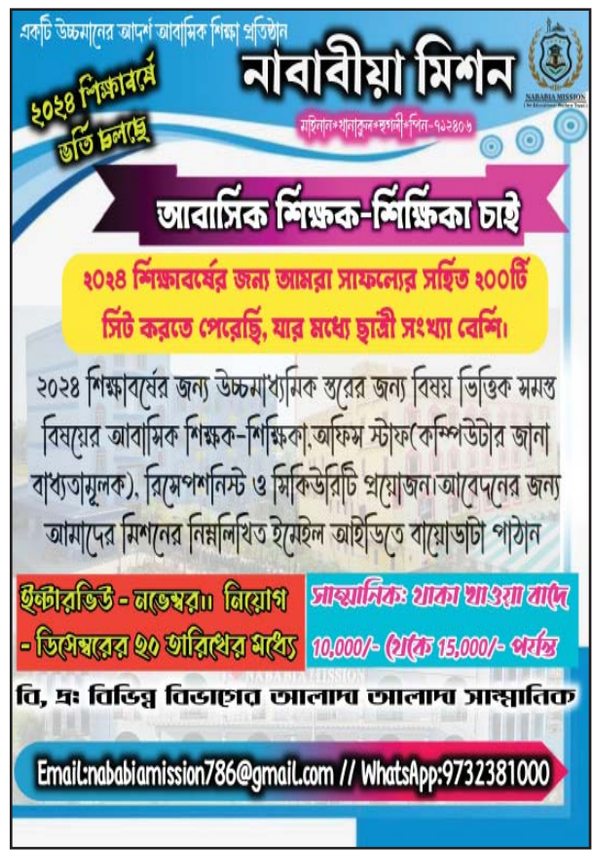

বেতিসের মাঠে রিয়ালের হোঁচট, তবুও খুশি কোচ আনচেলত্তি

আপনজন ডেস্ক: "স্প্যানিশ লা লিগায় উড়ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তবে টানা তিন জয়ের পর ছন্দপতন হলো লস ব্লাঙ্কোদের। হোঁচট খেলো রিয়াল বেতিসের মাঠে। শনিবার রাতে বেনিতো ভিয়ামারিন স্টেডিয়ামে লিড নিয়েও বেতিসের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করলো গ্যালাটিকোরা। দল পয়েন্ট হারালেও পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি মাদ্রিদিস্তা কোচ কার্লো। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ৫৩তম মিনিটে এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ব্রাহিম দিয়াজের পাসে গোলটি করেন ইংলিশ তারকা জুড বেলিংহ্যাম। ৬৬তম মিনিটে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার এইতর রুইবালের গোলে সমতা টানে রিয়াল বেতিস। ম্যাচজুড়ে দুই দলই সমান আধিপত্য দেখায়। ৩৭ শতাংশ বল দখলে রেখে ১৪টি শটের ৬টি লক্ষ্যে রাখে রিয়াল বেতিস। ১২টি শটের ২টি লক্ষ্যে রাখা রিয়াল মাদ্রিদের বল পজেশনে ছিল ৬৩ শতাংশ। ম্যাচ শেষে রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেন, 'এটা ভালো একটি ম্যাচ ছিল। দুই দলই সমানতালে খেলেছে। ম্যাচের ফলাফল যথাযথ হয়েছে। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারানোর পরই আমরা একটা গোল খাই। আমার মনে নেয়, বেতিসের প্রচেষ্টার কারণেই এই ফল হয়েছে। এই ম্যাচটি তারা হারলে বেমানান হতো। তারা দুর্দান্ত খেলেছে, আমাদের মতোই। আনচেলত্তি বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস, রেজাল্টটা খারাপ হয়নি। আমরা খেলায় লেগেছিলাম, যা ভালো লক্ষণ। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল আমাদের হাতে। প্রতিপক্ষও দারুণ খেলেছে। খুশি মনেই বাড়ি ফিরছি আমরা। পরের খেলাগুলোতে মনোযোগ দিচ্ছি।' রিয়াল বেতিসের মাঠে পয়েন্ট হারানোয় স্প্যানিশ লা লিগা টেবিলে শীর্ষস্থান হুমকির মুখে পড়ে গেলো রিয়াল মাদ্রিদের। ১৬ ম্যাচে ১২ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্যালাটিকোদের। ১৫ ম্যাচে ১২ জয় ও ২ ড্রয়ে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জিরোনা। নিজেদের ১৬তম ম্যাচে বার্সেলোনাকে হারিয়ে শীর্ষস্থান দখলের সুযোগ থাকবে দলটির। সাতে থাকা রিয়াল বেতিসের পয়েন্ট ২৬।

ফুটবলে জয়ী আসাম দাদাভাই সংঘ

নাজিম আক্তার ● রতুয়া

আপনজ ডেস্ক: প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও রতুয়ার মহানন্দটোলা কাটাহা দিয়ারা বাসন্তী সংঘের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপি আট দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হয়ে গেল শনিবার।রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ফাইনালে মুখোমুখি হয় আসাম দাদাভাই সংঘ ও বালুরঘাট ত্রিশক্তি ক্লাব।প্রায় ৩০ মিনিটের খেলায় ৩-০ গোলে আসাম দাদাভাই সংঘ জয় লাভ করে।ফাইনাল খেলার শুরুর আগে ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।ফাইনালের দিন উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদা সাংসদ খগেন মুর্মু,বিজেপি নেতা অম্লান ভাদুড়ী,মহানন্দটোলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সায়ন সরকার,কাটাহা দিয়ারা বাসন্তী সংঘের সম্পাদক বচ্চন ঘোষ,সভাপতি দশরথ যাদব সহ বিশিষ্টজনেরা।বিজয়ী দল আসাম দাদাভাই সংঘের হাতে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ৩১ হাজার টাকা ও একটি ট্রফি এবং দ্বিতীয় বিজয়ী দল বালুরঘাট ত্রিশক্তি ক্লাবের সদস্যদের হাতে নগদ ২১ হাজার টাকার ও একটি ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**